182. Na. 906. 8.

সুকন্যা-চরিত।

[শ্রীদেবী-ভাগবত হইতে সঙ্কলিত

সতী-চিত্র।]

শ্রীবলরাম দাস গুপ্ত বি, এ,

প্রণীত।

BENGAL LIBRARY
17 SE 1906
WRITERS BUILDING

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি, এ,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আষাঢ় ১৩১৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

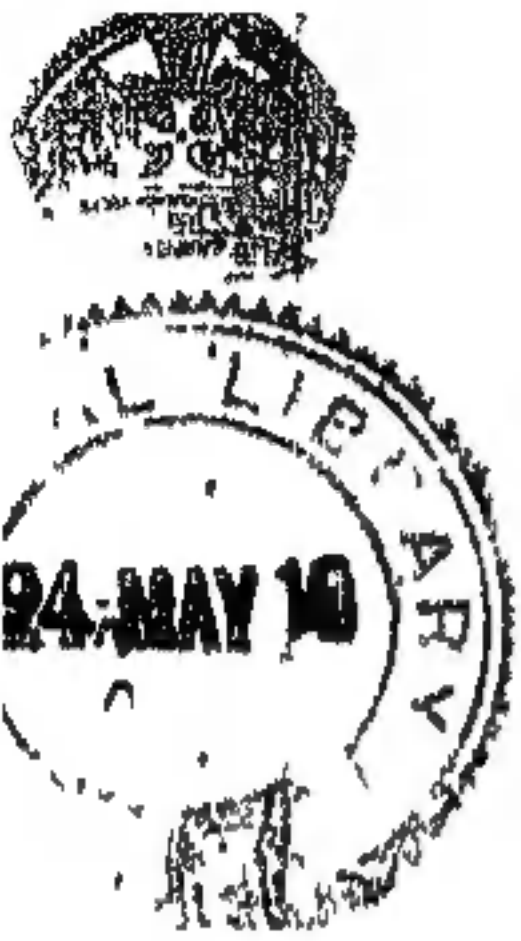

জলপাইগুড়ি-প্রেসে
শ্রীমতিলাল দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন।

"সুকন্যা-চরিত"—শ্রীদেবীভাগবত হইতে সঙ্কলিত সতী-মাহাত্ম্য-সম্বলিত একটি অপূর্ব্ব, উপাদেয় উপাখ্যান।

গ্রন্থখানির বর্ণনীয়-বিষয়, চিত্র, ভাষা ও রচনা প্রণালী, সমস্তই অভিনবত্ব-পূর্ণ;—সমস্তই আবার সুবিশুদ্ধ 'ভারতীয়' ভাব বা 'স্বদেশীয়ত্বে' সম্যক্ অনুপ্রাণিত।

'সুকন্যা-চরিতে'র পুরুষ-নারী-চরিত্র, রাজা-প্রজা-চরিত্র, দেব-ঋষি-চরিত্র, সতী-সাধ্বী-চরিত্র,—সমস্তই 'ভারতীয়' মাধুর্য্যে সমুজ্জ্বলীকৃত ও 'স্বদেশীয়' সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত।

ভারতীয় রাজ-ভক্তি ও রাজ-প্রীতি, প্রজা-বাৎসল্য ও রাজ-কর্ত্তব্যতা, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি ও অপত্য-স্নেহ,—ভারতীয় সরলতা ও কোমলতা, সত্য-প্রিয়তা ও ধর্ম্ম-প্রাণতা, গার্হস্থ্য-কর্ম্ম ও সংসার-ধর্ম্ম ঈশ্বর-ভক্তি ও ঈশ্বর-সেবা—এবং তৎসহ 'ভারতীয়' সতী-মাহাত্ম্য ও সতীত্ব-প্রতিভা, সুকন্যা-চরিতের বুঝি স্তবকে স্তবকে ছত্রে ছত্রে, বর্ণে বর্ণে দেদীপ্যমান্!

এমন কি, 'সুকন্যা-চরিত' বর্ণিত বৃক্ষ-লতা, ফল-পুষ্প, পশু-পক্ষী, গৃহ-দ্বার, বসন-ভূষণ, বিভব-সম্পদ,—সমস্তই যেন 'ভারতীয়' প্রোজ্জ্বল-বর্ণ-লহরীতে সুচিত্রিত ও 'স্বদেশীয়' সুবিমল সৌন্দর্য্য-মাধুরিতে সংপ্লাবিত!

সর্ব্বোপরি, 'সতীত্ব-প্রতিভা-ময়ী' গর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-ময়ী সুকন্যার ভক্তি-প্রীতি-পূর্ণ মধুরতা, প্রতিভা-মাধুর্য্য-পূর্ণ কোমলতা, স্বভাব-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ বিমলতা ও শুভ্র-কৌমুদী-প্রভা-পূর্ণ সতীত্বের হৃদয়-মুগ্ধকর ওজস্বিতা প্রভৃতি সমস্ত ভাব ও গুণরাশি, সুবিশুদ্ধ 'ভারতীয়' দীপ্তি সহকারে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট। 'ত্রিদিব-দুর্ল্লভ' সতীত্ব-প্রতিভার এতাদৃশ সমুজ্জ্বল দৃশ্য, শুদ্ধ ভারতেই সম্ভবে!

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি শত শত সতী-চরিত্র বঙ্গের সর্ব্ব-সাধারণের সুপরিচিত ও সুচিরাদৃত। কিন্তু সতী সাধ্বী সুকন্যা চরিত্র জানি না এপর্য্যন্ত কি জন্য বঙ্গভাষায় প্রকাশিত বা প্রচারিত হয় নাই। যাহা হউক, সুকন্যা-চরিত্রের গুপ্ত-ভাণ্ডার মধ্যে যে সমুজ্জ্বল রত্নরাজি লুক্কায়িত ছিল, তাহা এতদিনে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশিত হইল। বঙ্গনরনারী সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখুন,—ঐ রত্নরাজি—কিরূপ ভাস্বর, কিরূপ সুন্দর,—কিরূপ শক্তি-সম্পন্ন ও কিরূপ হৃদয়-স্পর্শী!

এস্থলে, আমার ধারণা-বিশ্বাসমূলক আর একটি কথা উল্লেখ-যোগ্য মনে করি। 'সুকন্যা-চরিত' কবিতা পুস্তক খানি, 'কাব্যাংশে'ও সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীয় ও সমুচ্চ-শ্রেণীর বিচিত্রতা-পূর্ণ। ইহার রচনা-প্রণালী অতীব সুন্দর ও স্বাভাবিক, অতীব লালিত্য-পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। সাধারণ পয়ার ছন্দে, সংস্কৃত কাব্য-সুলভ এতাদৃশ মোহিনী-শক্তি ও মধুরতাপূর্ণ ওজস্বিতা, আর কুত্রাপি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

আদ্যোপান্ত ষোড়শ-সংখ্যক কবিতা-পুষ্পে এক একটি স্তবকের সুচারু নির্ম্মাণ কৌশল,—যুক্তাক্ষর-সংশ্লিষ্ট-শব্দাবলির অনায়াস-পাঠনোপযোগী বিভিন্ন প্রকারের শ্রুতি-সুখ-কর মাত্রা-বিন্যাস,—সংস্কৃত-মূলক বাক্যাদি ব্যতীত গ্রাম্য-ভাষা বা গ্রাম্যতা-দোষবিহ-শব্দাদির সম্পূর্ণ অপ্রয়োগ,—সংস্কৃত-সুলভ সমাস-সম্বদ্ধ বাক্য-নিচয়ের বহুল প্রয়োগ সত্ত্বেও 'স্বর-তাল-লয়'-পূর্ণ বিচিত্র শব্দ-বিন্যাস-প্রণালীর স্বাভাবিক স্রোত ও শক্তিময় মনোহারিত্ব,—আদ্যোপান্ত রচনা-প্রণালীর সমরূপতা, ও গভীরতা-পূর্ণ উচ্ছ্বাস-লহরী,—এই সমস্ত গুণই সুকন্যা-চরিতের কাব্যাংশে 'বিশেষত্ব' ও 'মৌলিকত্বে'র পরিচয় প্রদান করে—এবং এতদ্দ্বারাই ইহার ভারতীয় ভাব, স্বদেশীয় সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব-পূর্ণ মাধুর্য্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

আমার জ্ঞান-বিশ্বাসের কথা মাত্র উল্লিখিত হইল। পরন্তু আশা করি, বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যানুরাগী গুণজ্ঞ ও গুণগ্রাহী সুধীগণ সম্যগ্‌রূপে এবিষয়ে সুবিচার করিবেন।

'সুকন্যা-চরিতে'র কাব্যাংশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইহার 'ভাবাংশ' বঙ্গ নরনারী সর্ব্ব-জনের পরম সমাদরের বস্তু এবং ভারতীয় চরিত্র-সৌন্দর্য্যের-সুবিশুদ্ধ অভিব্যক্তি স্বরূপে ও ভারতীয় সতীত্ব প্রতিভার জ্বলন্ত আদর্শ স্বরূপে, 'সুকন্যা' স্বদেশীয় সকলেরই স্নেহ-মমতার সমুপযুক্ত পাত্রী, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই সমস্ত কারণে আশাকরি, 'সুকন্যা-চরিত' স্বদেশীয় সর্ব্ব-সমাজেই বিশিষ্ট যত্ন ও আদরের দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইবে.

এবং সতীত্ব-সৌরভ-ময়ী, সর্ব্বানন্দকরী,—'সুকন্যা' বঙ্গের গৃহে গৃহে, গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপা-বঙ্গ-ললনাগণের পাতিব্রত্য ও সতীত্ব-ধর্ম্মের হৃদয়-সহচরী স্বরূপে চিরদিন বিরাজ করিবেন। ইতি সন ১৩১৩। ১০ই আষাঢ়।

ময়নাগুড়ি,
জিলা জলপাইগুড়ি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি. এ.
প্রকাশক।

সুকন্যা-চরিত।

উৎসর্গ।

—*—

সুপুত্র-বিরহ-রতি ! সতীত্ব-বিমলে !
সুপুত্রী-কামনা-ময়ি ! অপত্য-বৎসলে !

অভীষ্ট-পূরণে তব, বরিষ্ঠ-চরিতা,—
অর্পণা-করুণা-বলে,—'সুকন্যা' রচিতা !

পবিত্র-প্রোজ্জ্বল সতী-চরিত্র-মহিমা !
'সুকন্যা' প্রতিভা-ময়ী শশাঙ্ক-সুষমা !!

সতীত্ব-বিমল-হৃদা, লাবণ্য-সংযুতা,
'সুকন্যা' সুপুত্র তব শশাঙ্ক-আদৃতা !!

তমিস্রা-নিরাশা-পূর্ণ নিরুদ্ধ-জীবনে,
'সুকন্যা' রচিতা তব সুপুত্র-কারণে !!

হিমাদ্রী-চরণ-স্পর্শী আরণ্য-প্রদেশে,
'সুকন্যা' উদিতা আজি শশাঙ্ক-বিকাশে !!

বাসন্তী-নবমী-শুভ-নিশার্দ্ধ-সময়ে,
'সুকন্যা' অর্পিনু' তোমা' প্রসন্ন হৃদয়ে !!

অশান্তি অন্তরে যেবা সুপুত্র লাগিয়া
প্রশান্ত হইবে শুভে ! 'সুকন্যা' লভিয়া !
সুপুত্র-বিরহাতুরে ! সুশূন্য-অঙ্কিনি !,
'সুকন্যারে' অঙ্কে লহ' শশাঙ্ক-জননি ॥

'জয়ন্তী-মঙ্গলা'-কৃপা-কটাক্ষ-প্রসাদে,
'সুকন্যা' রক্ষিবে তোমা' সম্পদে বিপদে ॥
পবিত্র-চরিত্র-কীর্ত্তি-মহত্ত্ব-প্রচারে,
'সুকন্যা' রক্ষিবে তোমা' অন্তরে বাহিরে ॥
শশাঙ্ক-শেখর-গৌরী কারুণ্য-প্রভাবে,
'সুকন্যা'-সদৃশী ভব' ! সুপুত্রিণি ! ভবে ॥

ময়নাগুড়ি,
২০শে চৈত্র, ১৩১২।

গ্রন্থকার।

সুকন্যা-চরিত।

১ম স্তবক।

BENGAL LIBRARY
19. SEP. 1908
...

বৈবস্বত মনুপুত্র বিখ্যাত শর্য্যাতি,
সত্যসন্ধ, ধর্ম্মজ্ঞ, সুবিজ্ঞ ক্ষিতিপতি।
স্মৃতা বহুপত্নী তাঁর, ধর্ম্ম-পরিণীতা,
রূপবতী রাজপুত্রী সুলক্ষণযুতা।
পতি-ভক্তি-রতা সবে পতি-প্রণয়িণী,
পতি-প্রেম-যুতা সতী পতি-গৌরবিণী।
নৃপবরে একমাত্র দুহিতা সঞ্জাতা,—
সুন্দরী সুরূপা বালা সুকন্যা বিশ্রুতা।

শর্য্যাতির প্রিয়া সুতা সুচারু-হাসিনা,
সর্ব্ব মাতৃগণ প্রিয়া তথা শুভাঙ্গিনী।
প্রফুল্ল-প্রস্ফুট-স্মিত-বদন-কমলা,
লাবণ্য-স্ফুরিত-দেহা মাধুর্য্য-বিমলা,
স্বচ্ছ-কান্তি-ধরা বালা সর্ব্ব-বিনোদিনী,
বিম্বিত সহাস্যমুখে স্বচ্ছ হিয়া খানি।

দিব্যরূপা, মনোহরা, দেবকন্যাসমা,
সুশীলা, প্রতিভাময়ী, সর্ব্ব-মনোরমা!
বিবিধ-ভূষণ-রত্ন-সমুজ্জ্বল-দেহা,
অনিন্দ্য-সুন্দরী, বরাঙ্গিনী, বরারোহা।
সর্ব্ব সুলক্ষণময়ী, সর্ব্ব গুণবতী,
রূপে লক্ষ্মী ভূপবালা গুণে সরস্বতী!
পিতৃ মাতৃ স্নেহ পুষ্টা, স্বভাব-সুন্দরী,
দেখিতে দেখিতে বালা, নবীনা কিশোরী।
স্বভাব-চঞ্চলা তবু নৃপেন্দ্র দুহিতা,
সখী সর্ব্ব মনে সদা বাল্যক্রীড়ারতা!
বিষাদ কালিমা নাহি পঙ্কজ আননে,
হাস্যমুখী সদা শুভা প্রোল্লসিত মনে।

ভূপসনে রাজ্ঞীগণে বাসনা অন্তরে,
অর্পিবেন কন্যারত্ন উপযুক্ত বরে।
কুলে, শীলে, ধনে, মানে, রূপে, গুণে, জ্ঞানে,
রাজপুত্রী সম পাত্র অন্বেষি' ভুবনে,—
সম্প্রদান করিবেন যথাযোগ্য বরে,
পিতৃত্ব মাতৃত্ব ঋণে—মুক্তি লভিবারে !!

২য় স্তবক।

হেনকালে একদিন শর্য্যাতি ভূপতি,
সুখপ্রদ কাননভ্রমণে কৃতমতি।
সুরম্য অরণ্য এক ছিল নাতিদূরে,
ভার্গ্গবী-কন্যা সহ সেথা' সানন্দ অন্তরে,—
শুভক্ষণে যাত্রা করি' প্রস্থিত নৃপতি,
সঙ্গে গেল দাসদাসী সৈন্যাদি সংহতি।
শত শত বস্ত্রাবাস মাণিক্য মণ্ডিত,
কানন প্রান্তর ভূমে হ'লো সংস্থাপিত।
অরণ্যের বৃক্ষ লতা, ফল পুষ্প সনে
অভ্যর্থিল নৃপবরে তথা ভার্গ্গবীগণে।
শ্যামল-পল্লব-প্রস্ফুটিত-পুষ্প-যুক্ত
অগণিত তরুরাজি ব্রততি-বেষ্টিত।
দেবদারু, লিম্ব, বট, অশ্বত্থ, খদরী,
হিন্তাল, ঝাবুক, প্লক্ষ, তমাল, তিন্তিড়ী ;—

কপিত্থ, করঞ্জ, কুন্ত, কর্পূর, কদলী,
শোভাঞ্জন, শমী, সর্জ্জ, শিরীষ, শাল্মলী ;—

গুবাক, খর্জ্জূর, তাল, বিল্ব, হরিতকী,
পনস, বেতস, ভূর্জ্জ, আম্র, আমলকী ;—

নারিকেল, জাতিফল, এলা, নাগরঙ্গ,
মধুদ্রুম, বিভীতক, ইঙ্গুদী, যজ্ঞাঙ্গ ;—

তৃণধ্বজ, বীরতরু, শিংশপা, খদির,
কদম্ব, দাড়িম্ব, জাম্বু, ডুম্বুর, অম্বীর !

অশোক রজনীগন্ধা, পাটল, যূথিকা ;—
পাটলি, পুন্নাগ, পীতপুষ্পা, শেফালিকা,

দ্রুমোৎপল, সূর্য্যমুখী, বকুল, কামিনী,
মালতী, নবমালিকা, সুগন্ধা, তরণি ;—

কুরুবক, করবীর, কাঞ্চন, মল্লিকা,
কেতকী, কৌশিক, জবা, কেসরমালিকা ;

জয়ন্তী, অপরাজিতা, মাধবী, অতসী,
চম্পক, কিংশুক, কুন্দ, চন্দন, তুলসী !

সুচারু-পল্লব-ফল-পুষ্প-সুশোভিত
তরু লতা সে কাননে ছিল আরো কত ॥

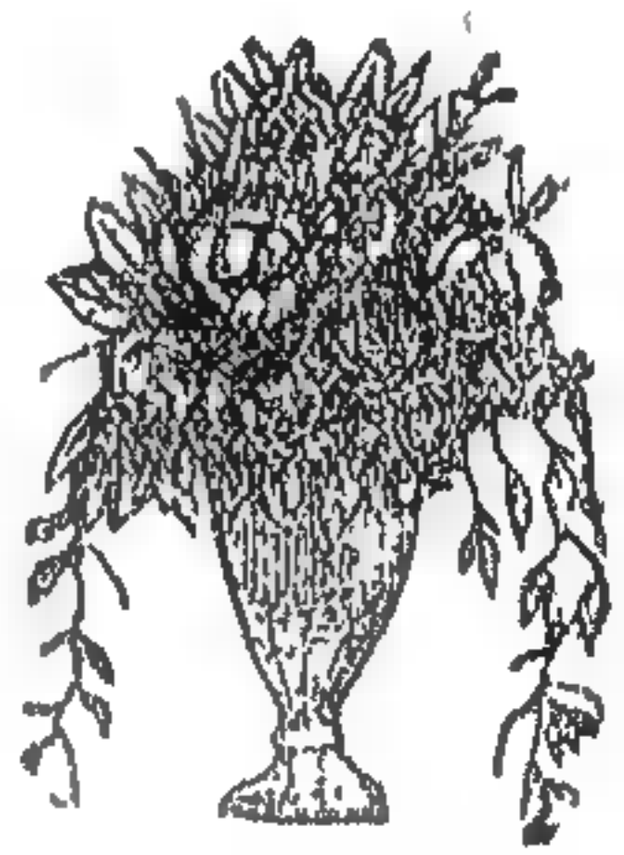

৩য় স্তবক।

নিভৃত সে অরণ্যানী মধ্যে মনোহারী
মানস-সন্নিভ পদ্মাকর পূর্ণবারি।
সুপূর্ণ-স্ফটিক-স্বচ্ছ বিমল সলিলে
মর্ম্মর-সোপান-শ্রেণী ধৌত কুতূহলে।
কহ্লার, কুমুদ, কুবলয় নানাজাতি,
হল্লক, শালূক, সৌগন্ধিক, কুমদ্বতী ;-
সিতাম্ভোজ, পুণ্ডরীক, রক্ত-সরোরুহ,
ইন্দীবর আদি পঞ্চ পঙ্কজ নিবহ ;—
প্রস্ফুটিত সদা সেই স্বচ্ছ সরোবরে,
হংস কারণ্ডব সুখে যেথায় সন্তরে।
রাজহংস, কলহংস, কাদম্ব প্রভৃতি,
ধার্ত্তরাষ্ট্র, মল্লিকাদি হংস নানাজাতি ,—
সারস, দাত্যুহ, মুগ্দ, প্রফুল্ল অন্তরে,
রথাঙ্গ, বলাকা, ক্রৌঞ্চ সঞ্চরে সে সরে।
সুন্দরী-বৃন্দ-সংযুত নৃপেন্দ্র শর্যাতি,
সুন্দর সে সরোবরে ক্রীড়াসক্তমতি।

সুচির-যৌবনা রাজমহিষী সকলে,
পতি সনে কেলি-রতা সরসী-সলিলে।
অন্যদিকে, সখী-বৃন্দ-সংবৃতা কুমারী
প্রবিষ্টা অরণ্যমাঝে সুকন্যা সুন্দরী।
চঞ্চলা, চঞ্চলোপমা, হাস্যক্রীড়ারতা,
শিঞ্জিত-পদনূপুরা, ভূষণ-মণ্ডিতা!
সমুল্লাসে পুষ্প-রাশি চয়নকারিণী,
পুষ্পভূষা-বিভূষিতা পঙ্কজ-আননী।
কাননে সঙ্গিনী সনে পরিভ্রাম্যমাণা,
উপনীতা বহুদূরে চঞ্চল চরণা!
নির্জ্জন সে মহারণ্য বৃক্ষলতাবৃত,
কোকিলাদি বিহঙ্গ-কাকলি-নিনাদিত।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন বনস্পতিমূলে,
বল্মীকের স্তূপ তথা হেরিলা সকলে।
ব্রততি-বেষ্টিত সেই বল্মীক-মূরতি
হেরিয়া নৃপনন্দিনী কৌতূহলবতী!!

৪র্থ স্তবক।

হাস্যমুখী, বিশালাক্ষী, সুকন্যা কল্যাণী,
সুদতী, সুকেশী, রূপে মন্মথকামিনী।

কান্তিময়ী, কৃশোদরী, ক্রীড়াসক্ত-মনে
বল্মীক সম্মুখে উপবিষ্টা সযতনে।

সবিস্ময়ে সুকন্যা হেরিলা ঊর্দ্ধভাগে,
জ্যোতির্ম্ময় খদ্যোত আকার, রন্ধ্র-যুগে।

সন্নিকটে গিয়া আরো তন্বী সুলোচনা,
রন্ধ্র-যুগে হেরিলা সে দীপ্ত-যুগ-কণা।

চকিত-বিস্মিত-নেত্রা কৌতূহল বশে,
কি আছে বল্মীক মধ্যে, দর্শন প্রয়াসে,—

উত্থিতা কৌতুকময়ী সহাস্য-বদনে,
কণ্টক-লতিকা হো'তে চঞ্চল-চরণে,—

সুদীর্ঘ কণ্টকযুগ ভগ্ন করি' করে,
আনিলা আনন্দময়ী প্রফুল্ল অন্তরে।

যুগকরে ধরিয়া সে কণ্টক-যুগলে,
বিন্ধিলা যুগল রন্ধ্র, যুগ জ্যোতিঃস্থলে।

বিশ্রুত অমনি অহো! যন্ত্রণার ধ্বনি!
বল্মীক-স্তূপের মধ্যে সকরুণ-বাণী!

"কে তুমি কল্যাণি! অহ! কি তুমি করিলে?
অকারণে কেন মোরে যন্ত্রণা অর্পিলে?

কৌতুকে, ক্রীড়ারছলে, তুমি বরাননি,
কণ্টকে বিন্ধিলে মম অক্ষি-যুগ-মণি!

যদ্যপি নয়নে মোর দারুণ যন্ত্রণা,
বালিকা বুঝিয়া তোমা' করিনু' মার্জ্জনা।
যথা ইচ্ছা যাও চলি' চিন্তা নাহি তব,
ক্রুদ্ধ যদি কর পুনঃ, অভিশাপ দিব!"

বল্মীক-রাশির মধ্যে শুনি' হেন বাণী,
সভীতি-বিস্মিত-নেত্রা নৃপেন্দ্রনন্দিনী!

ক্ষুণ্ণ-মনে প্রত্যাবৃত্তা সখীগণ সনে,
"হায়! আমি কি করিনু!"—চিন্তা শুধু মনে,—

"কি করিতে কি হইল! ধিক্ ধিক্ মোরে,
না জানি অদৃষ্টে মম, কি ঘটিবে পরে॥"

৫ম স্তবক।

বিচিত্র ঘটনা তথা শিবির প্রদেশে
সংঘটিত সেইক্ষণে দৈবশক্তি-বশে।

অমাত্য সৈনিক আদি নৃপরাজ্ঞী সনে
নর নারী আর যেবা ছিল সে কাননে;—

গজ উষ্ট্র অশ্ব আদি প্রাণী অন্য যত,
সর্ব্ব পক্ষে সমভাবে হোলো সংঘটিত।

প্রান্তরে, কাননে, সরোবরে, জলেস্থলে;
অপান-শকতি রোধে ব্যাকুল সকলে।

অবরুদ্ধা-ক্রিয়াসনে প্রাণজা-শকতি।
হেরিয়া চিন্তিত ব্যথান্বিত নরপতি,—

"কি কারণে সংঘটিত হেন দুর্ঘটনা,
কোন কর্ম্ম-ফলে হেন দৈব-বিড়ম্বনা!

দারুণ দুষ্কার্য্য কিছু সুনিশ্চিত কৃত,
নতুবা বিপত্তি হেন কেন সংঘটিত।

আচরিত বিঘ্ন-সম্পাদন যজ্ঞাদিতে,—
গো-ব্রাহ্মণ-মহাত্মা-পীড়ন বা মহীতে!

কে কোথায় কি দুষ্কার্য্য করিল অজ্ঞানে।"
চিন্তিত নৃপতি হেন সশঙ্কিত-মনে!

এইরূপে কিছুক্ষণ হইলে বিগত
চ্যবন-মহর্ষি কথা স্মরণে উদিত!—
আশ্রম তাঁহার স্থিত উক্ত তপোবনে,
বশিষ্ঠ তাপস-শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত ভুবনে।

ভৃগু-পুত্র তপোবৃদ্ধ মহর্ষি স্থিরধী,
শান্তিময় হেরিয়া সে অরণ্যপরিধি;—
বৃক্ষ-লতা-সমাকীর্ণ শুভদেশে তথা
দুশ্চর তপস্যা সমাচরিলা সর্ব্বথা।

দৃঢ়াসন, তপোনিধি, চির-মৌন-ব্রত,
ত্যক্তাহার, সমাহিত, সংযত-মারুত।

প্রত্যাহৃত-মনোবুদ্ধি-বাক্কায়-করণে,
বাহ্য-জ্ঞান-হীন সদা পর-তত্ত্ব-ধ্যানে।

জিতেন্দ্রিয়, রুদ্ধ-প্রাণ, দিবস-শর্ব্বরী
পরাত্মিকা-ধ্যান-রত বহু-বর্ষ ধরি॥

৬ষ্ঠ স্তবক।

অমাত্য, সুহৃদ, মন্ত্রী, সৈনিক সকলে,
ত্বরান্বিত সমবেত করি, সভাস্থলে,—
সাম্য-উগ্রতার সনে সুবিজ্ঞ ভূপতি
ভাষিলা স্বজনগণে এ হেন ভারতী ;—
"নির্জ্জন এ বন মধ্যে সুচির-সংস্থিত,
বরিষ্ঠ-তাপস-শ্রেষ্ঠ আশ্রম বিদিত।
মহর্ষি চ্যবন তথা অগ্নি-সম-প্রভ,
সমাহিত মহাতপা দীপ্ত-সূর্য্য-নিভ।
সুদৃঢ়-বিশ্বাস মম অন্তরে জাগ্রত,—
আজি সে তাপস-শ্রেষ্ঠ দুষ্ট-অপকৃত।
কে তাঁরে করিল হেলা, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে,
যে কারণে যন্ত্রণা-অর্দ্দিত সর্ব্ব-জনে!
মহাতপা মহর্ষির তপঃশক্তি বিনা
সম্ভাবিত নহে কভু হেন দুর্ঘটনা।
কি কারণে কেবা আজি সাধিলা দুষ্কৃত,
যার ফলে হেন দুঃখ হোলো সংঘটিত

কে কোথা, কি করিয়াছ, বল সত্যকথা,
অসত্যে নরক সনে বিনাশ সর্ব্বথা !”
অমাত্য সৈনিক আদি অনুচর যত,
শুনি’ ভূপতির কথা শঙ্কিত বিস্মিত !
যন্ত্রণা-অধীর-প্রাণে কম্পিত-হৃদয়ে,
কৃতাঞ্জলি-পুটে সবে কহিলা নির্ভয়ে ,—
“অজ্ঞাত রাজন্ ! কেন হেন দুর্ঘটনা,
কি কারণে লব্ধ হেন শারীর-যন্ত্রণা !
জ্ঞানতঃ করিনি’ কোন অপরাধ কেহ
কায়া কিম্বা ইন্দ্রিয় বা মনোবাক্য সহ ।
সত্য-সন্ধ মহারাজ বিদ্যমান যথা—
অসত্য কহিতে মোরা অশক্ত সর্ব্বথা ।
অজ্ঞানতঃ যদি কোন অপরাধ কৃত,
ক্ষমনীয় ক্ষিতিপতে ! তাবৎ দুষ্কৃত !”
শ্রবণে এ হেন কথা চিন্তিত ভূপতি
ব্যাকুল-বিহ্বল-চিত্ত অমাত্য-সংহতি ॥

৭ম স্তবক।

অচিরে পিতারে হেন চিন্তাকুল হেরি',
ব্যথিত-হৃদয়া অতি সুকন্যা-সুন্দরী।
যন্ত্রণা-পীড়িত তথা হেরি' সর্ব্বজনে,
বিষাদ-ব্যাকুলা বালা চঞ্চল-পরাণে।

কণ্টক-ভেদ-ঘটনা চিন্তিয়া অন্তরে,
নির্ভয়-সরল-হৃদে বর্ণিলা পিতারে ;—

"ভ্রমিতে ভ্রমিতে পিতঃ। সখীগণ সনে,
গিয়াছিনু দূরে আজি নিবিড় কাননে।
হেরিনু' তথায় কোন বনস্পতি-মূলে
বিশাল বল্মীক-রাশি বদ্ধ লতাজালে।

ঊর্দ্ধভাগে রন্ধ্রযুগ লক্ষিত সে স্তূপে,
রন্ধ্রপথ'দীপ্ত যুগ-খদ্যোতের রূপে।
চিত্ত-কৌতূহলে পিতঃ বালাক্রীড়াছলে,
বিন্ধিনু খদ্যোত-যুগ, কণ্টক-যুগলে!

বল্মীক-মণ্ডল মধ্যে বিশ্রুত অমনি
সুকরুণ কার যেন যন্ত্রণার ধ্বনি।

বিস্মিত হৃদয়ে আরো পাইনু' বেদনা
কণ্টক যুগলে হেরি, লগ্ন জলকণা !

বল্মীক-মণ্ডলে তদা বিশ্রুত যে বাণী,
বিদ্ধ যেন কার পিতঃ, অক্ষিযুগমণি।
না জানি অদৃষ্ট-বশে কি আজি করিনু'
না জানি খদ্যোত ভাবি' কি আমি বিন্ধিনু'।

কৌতুক ক্রীড়ার ছলে আতঙ্ক লভিয়া,
চিন্তিত হৃদয়ে মোরা আসিনু' ফিরিয়া।
দুঃখ হেরি' সবাকার, শঙ্কা আরো মনে,
বুঝি বা এ দুর্ঘটনা আমারি' কারণে !!"

শুনি' কথা সুধা গাথা সারল্য-পূরিত,
বিস্মিত নৃপতি আরো অধিক চিন্তিত।

অনুভূত সর্ব্বকথা দূরীভূত মোহ,
তথাপি অন্তরে যেন প্রবল সন্দেহ।

দুহিতারে প্রবোধিয়া করুণ-বচনে
নরপতি প্রবেশিলা গহন কাননে।

৮ম স্তবক।

সুদূরে সে পদ্মাকর-প্রতীচী-প্রদেশে,
প্রবেশিয়া বন মধ্যে নৃপ শর্য্যাবেশে,—
হেরিলা বিটপী-মূলে বল্মীক-মণ্ডলী,
তদুপরি সমাকীর্ণ গুল্ম-তৃণাবলী।
মুক্ত করি' সযতনে উদ্ভিদ-লতিকা,
ভগ্ন করি' ভীত-মনে বল্মীক-মৃত্তিকা,—
বার্দ্ধক্য-বলিত-বপু, হেরিলা বিস্মিত,
কঠিন কঙ্কাল-পূর্ণ, কল্পনা-অতীত॥
হেরিয়া সে তেজোময় তপোবৃদ্ধ কায়া,
দণ্ড-বৎ প্রণমিলা চরণ ধরিয়া।
নতজানু নরপতি তদা কৃতাঞ্জলি,
কহিলা কাতর-কণ্ঠে স্তুতি বাক্যাবলী ;—
"সজ্ঞানে অজ্ঞান! হেন আজি মম সুতা
দুষ্কৃত-কারিণী বালা বাল্য ক্রীড়া-রতা!
পরিতাপানলে প্রভো! দগ্ধ চিত্ত মম,
কৃপা করি' বালিকারে ক্ষম' দেব ক্ষম'!

নরনারী আদি মম অনুবর্ত্তী যত,
দুহিতা-দুষ্কৃত-ফলে যন্ত্রণা-পীড়িত।
মম ভাগ্য-দোষে অদ্য হেন দুর্ঘটনা,
নাহিক উপায় অন্য, তব ক্ষান্তি বিনা।
রাগ-দ্বেষ-হীন ঋষি, বিশ্রুত জগতে,
তবে কেন হেন ক্রোধ, অক্ষম বুঝিতে।
অজ্ঞানতঃ ক্রীড়া-ছলে অপরাধ কৃত,
বালিকা বুঝিয়া ক্ষমা নহে কি বিহিত?
স্বগুণে ব্রহ্মন্! এবে রক্ষ' সর্ব্ব-জনে,
তব কৃপা মাত্র প্রভো! পন্থা পরিত্রাণে।
ক্ষমনীয় নহে যদি দুহিতা-দুষ্কৃত,
মম প্রতি দেহ' তবে দণ্ড সমুচিত।
নর-পতি নাম ধরি' আজি স্বনয়নে,
আশ্রিত জনের দুঃখ হেরিব কেমনে?
নিবেদি চরণ-পদ্মে তাই ভক্তি-ভরে,
অপরাধ ক্ষম' কিম্বা দণ্ড দেহ' মোরে॥"

৯ম স্তবক।

শুনিয়া শর্য্যাতি-বাক্য তুষ্ট তপোনিধি,
চ্যবন তাপস-শ্রেষ্ঠ, কারুণ্য-পয়োধি।
সুবিনীত নৃপতিরে হেরিয়া দুঃখিত,
ভাষিলা মৃদুল-স্বরে অনুকম্পাযুত!—

"সর্ব্বথা রাজন্! আমি অক্রোধ সংসারে,
'রাগ-দ্বেষ' দ্বৈত-ভাব অজ্ঞাত অন্তরে॥
কণ্টকে আবিদ্ধ মম অক্ষি-যুগ যদা,
তত্রাপি অক্রুদ্ধ তব কন্যা প্রতি তদা!
কন্যা তব অন্য ভাবে বাল্য-কৌতূহলে,
অজ্ঞানতঃ দুষ্কৃত-কারিণী ক্রীড়া-ছলে॥

বিজ্ঞাত রাজন্! মম সর্ব্ব এ বারতা,
অভিশপ্ত নহ কেহ, কন্যা কিম্বা পিতা।
চক্ষু-যুগে লব্ধ মম সুতীব্র-যন্ত্রণা,
কর্ম্ম-ফলে দৈব-বলে অন্য দুর্ঘটনা॥
উৎপীড়িত করি' হেন দেবী-ভক্ত নরে,
শান্তি সুখ পরিত্রাণ কে লভিতে পারে?

অণুমাত্র ক্রোধ মম নাহি কারো' প্রতি,
অক্ষম রোধিতে তবু নিয়তি-শকতি !

জরাবৃত বৃদ্ধ আমি, নেত্র-হীন এবে,
চিন্তা মম, পরিচর্য্যা কেমনে সম্ভবে !!"

সুবিনীত নরপতি কহিলা ঋষিরে,
"ক্ষমহ ব্রহ্মন্ ! কিবা চিন্তা সেবা তরে ?

নিয়োজিব বহু-তর কিঙ্কর সুত্বরা,—
দিবানিশি পরিচর্য্যা করিবে তাহারা !"

ভাষিলা চ্যবন পুনঃ মহীপতি প্রতি,—
"অন্ধ আমি জন-হীন, বিপন্ন সম্প্রতি !

পূজা তপ আচরিব কেমনে এক্ষণে,
কিঙ্করে আমার প্রিয় সাধিবে কেমনে !

সুখী যদি করিবারে বাসনা অন্তরে,
কমল-লোচনা কন্যা দান কর মোরে !!

আচরিব তপ আমি, করিবে সে সেবা,
যজ্ঞ-ব্রত আমি নৃপ ! দোষ ইথে কিবা ?"

১০ম স্তবক।

শ্রবণে চ্যবন-বাক্য যেমনি পশিল,
নৃপতি-মস্তকে যেন অশনি পড়িল।
মহাচিন্তা-ব্যাকুলিত, ব্যথিত-অন্তরে,
বিদায় লইলা নৃপ, ক্ষণ-কাল তরে।

পৌরজন-পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া,
সত্বর উত্তর পুনঃ দিবেন আসিয়া,—
নিবেদিয়া হেন বাক্য, দুঃখিত মানসে,
প্রত্যাগত নরপতি শিবির প্রদেশে।
চঞ্চল-হৃদয়ে ক্লিষ্ট চিন্তা মনে মনে,—
"বৃদ্ধ অন্ধ বরে কন্যা অর্পিব কেমনে?

কেমনে কুরূপ-পাত্রে, দেব-কন্যা-সমা
অর্পিব কমল-নেত্রা কন্যা নিরুপমা?
সুন্দরী দুহিতা মম, প্রস্ফুট-যৌবনে,
অন্ধ বৃদ্ধ পাত্র মনে বঞ্চিবে কেমনে?

যৌবনে দুর্জ্জয়া বৃত্তি, তুল্য যদি পতি,
বৃদ্ধ-পতি লাভে আরো দুর্জ্জয়া প্রকৃতি!

গৌতম তাপস-বৃদ্ধে লব্ধা রূপ-যুতা
অহল্যা যুবতী নারী, ধর্ম্ম-পরিণীতা।
অচিরে রুচির-প্রভা, যৌবনের ফলে,
বঞ্চিতা বর-ঋষিনী বজ্রধর ছলে।
আমি কি নিষ্ঠুর হেন, আত্ম-সুখ তরে,
পুত্রীর সংসার-শান্তি নাশিব স্বকরে?
"সুন্দরী সুকন্যা মম পঙ্কজ-নয়না।
অন্ধ বরে দুহিতারে কদাপি দিবনা!"
তথাপি অমাত্য আদি সর্ব্বজন সনে,
মন্ত্রণা করিলা সুধী চিন্তাকুল মনে।
কহিলা সকলে, বার্ত্তা আকর্ণন করি'—
"অদেয়া সে বৃদ্ধ বরে সুকন্যা সুন্দরী।
দুরাসদ এ সঙ্কটে প্রাণ যায় যাবে,—
তথাপি কমল-নেত্রা অন্ধের না হবে।
তুচ্ছ আমাদের প্রাণ রক্ষিবার তরে,
না দিব সুকন্যা মোরা, অন্ধ-বৃদ্ধ-বরে॥"

১১শ স্তবক।

অন্তঃপুরে রাজ্ঞীগণ শুনিয়া বারতা,
অশ্রু-জল-সিক্তা সবে মর্ম্ম-বিগলিতা!
সর্ব্ব-মুখে এক বাক্য! "যায় প্রাণ যাবে,
অন্ধ-বরে কন্যাদান তথাপি না হবে।"

চতুর্দ্দিকে এইরূপ হাহাকার ধ্বনি,
প্রফুল্ল-বদনা শুধু নৃপেন্দ্র-নন্দিনী
শুনিয়া সমস্ত কথা সঙ্গিনী সদনে,
বিষাদ-কালিমা-চিহ্ন বিলুপ্ত বদনে।

স্মিতমুখী নৃপবালা সুচির-হাসিনী,
কহিলা জনক অগ্রে মধুর-ভাষিণী!-

"অকারণ কেন পিতঃ বিষণ্ণ বদনে,
কেন বা আমার জন্য চিন্তা হেন মনে?

আমারি' দুষ্কৃত-ফলে সকলে ব্যথিত
আমারি' কর্ত্তব্য তাহে উপায় বিহিত
দুঃসহ যন্ত্রণা আমি দিয়াছি ঋষিরে,
আমিই প্রসন্ন পুনঃ করিব তাঁহারে!

রক্ষিব সকলে আজি, প্রীতিপূর্ণ মনে,
আত্মদান করি' পিতঃ তাপস-চরণে !!"
বিস্মিত ভূপতি শুনি' সুকন্যার কথা !
চিত্তাবেগে বাষ্পাকুল নেত্র-যুগ তথা !
দ্রবীভূত অন্তরের সস্নেহ-বচনে,
প্রবোধিয়া দুহিতারে কহিলা যতনে ;—
"রতিরূপা বিশালাক্ষী তুমি মম সুতা,
কেমনে হইবে বৃদ্ধ অন্ধের বনিতা !
একাকিনী তুমি কন্যে নির্জ্জন-কাননে,
অন্ধের শুশ্রূষা-সেবা করিবে কেমনে ?
কঠোর উটজ-বাস কেমনে করিবে,
কোমল-হৃদয়ে কষ্ট কেমনে সহিবে ?
ক্রোধশীল বৃদ্ধ জনে, স্বার্থের কারণে,
অলোক-সুন্দরী তোমা' অর্পিব কেমনে ?
হোক্ নষ্ট রাজ্য, ধন, জীবন, অচিরে,—
তথাপি দিবনা তোমা' চক্ষু-হীন বরে !!"

১২শ স্তবক।

পিতৃ-বাক্য শুনি' বালা, মধুর-বচনে,
কহিলা পিতারে পুনঃ প্রসন্ন-বদনে ;—
"অকারণে কেন পিতঃ! কর তাঁর গ্লানি,
মহর্ষি তাপস-শ্রেষ্ঠ পরমার্থ-জ্ঞানী।
বাহ্য-জ্ঞান-হীন ঋষি আত্ম-যোগ-রত,
নতুবা কেমনে দেহ বল্মীক-সম্বৃত।
জিতেন্দ্রিয় ঋষি-শ্রেষ্ঠ তপোবলে বলী,
শোভে কি অবজ্ঞা তাঁরে বয়ো-বৃদ্ধ বলি' ?
দিব্য যদা দৃষ্টি তপঃ-শক্তির প্রভাবে,
ক্ষতি কিবা স্থূল-বাহ্য-দৃষ্টির অভাবে ?
চক্ষু-হীন পুনঃ ঋষি, আমারি' কারণে,—
উপেক্ষা তাঁহারে তবে উচিত কেমনে ?
যে করে দিয়াছি আমি নয়নে যন্ত্রণা,
বিহিত সে করে তাঁরি' সেবা-শুশ্রূষণা !
অধিকন্তু, বিনা দোষে আমারি' কারণে,
প্রাণহারী-ব্যাধি-গ্রস্ত আজি সর্ব্ব-জনে।

এ দুঃখ-মোচনে যদি যত্ন না করিব,
ধর্ম্মে যে পতিত পিতঃ নিশ্চিত হইব।

চিন্তা [illegible] আনি তাত। অন্তর মাঝারে,
ক্লান্তি বুঝি হবে মম কান্তার-কুটীরে।

হৃষ্ট-চিতে কহি পিতঃ। ইচ্ছা নাহি ভোগে,
তুষ্ট-মনে সেবিব সে ইষ্ট-পদ-যুগে।

ইচ্ছা তাঁর হই আমি শুশ্রূষা-কারিণী,
সত্য ইহা অনুগ্রহ ভাগ্য বলি' মানি!

পূর্ব্ব-জন্ম-সঞ্চিত অপূর্ব্ব পুণ্য-ফলে,
আত্ম-যোগী স্বার্থ-ত্যাগী ভর্ত্তা হেন মিলে!

ভক্তি-ভরে পতিরে সুভুক্তি আদি দিয়া,
যত্ন করি' সন্তোষিব অন্তর ভরিয়া।

পতি-সঙ্গ-ভাগ্যবতী পতি-সৌখ্য-করা,
সতী-ধর্ম্ম আচরিব, পতি-কর্ম্ম-পরা!

সত্য, ধর্ম্ম, কর্ম্ম-ফল, শান্তি-সুখ তরে,
হৃষ্ট-চিতে তবে পিতঃ তুষ্ট কর তাঁরে।।"

১৩শ স্তবক।

সুস্মিত-সারল্য-পূর্ণ সুকন্যা-বচনে,
বিস্মিত-অন্তর সবে, সুযুক্তি শ্রবণে।

আপ্লুত-হৃদয়ে, অশ্রু-ধৌত-চিত্ত-সুখে,
"ধন্যা ধন্যা নৃপ-পুত্রী!" ধ্বনি সর্ব্ব-মুখে!!

হাস্য-যুতা দুহিতার হেরি' মুখ-দ্যুতি,
স্বর্গীয়-লাবণ্য-প্রভা, সরলা-প্রকৃতি,—

সুমধুর উক্তি তথা শ্রবণ করিয়া,
আনন্দ-প্লাবিত এবে নরপতি-হিয়া।

আত্মজা-মস্তকে কর রক্ষি' সযতনে,
সস্নেহ ভাবিলা নৃপ সুখাশ্রু-নয়নে।

"বৎসে। তব বাক্যে মম ভ্রান্তি অপনীতা,
ধন্যা তুমি কন্যা মম সুজ্ঞান-সংযুতা!

ইচ্ছা [illegible] পূর্ণ হবে, সত্যের প্রভাবে,
সাধ্বী পতি-ব্রতা সতী-ধর্ম্ম আচরিবে!

নির্ম্মল তোমার শুদ্ধ চরিত্র-মহিমা
উজ্জ্বল ভাতিবে শুভ্র-কৌমুদী-সুষমা!!

কন্যে ! তব পিতা-নামে ধন্য আজি আমি,
'স্বস্তি' মম বাক্যে সতী সাধ্বী হবে তুমি !!"

দুঃখময়ী দ্রবীভুতা রাজ্ঞীগণ তথা,
সস্নেহ কহিলা কত অশ্রু-ময় কথা !

বক্ষে ধরি' দুহিতারে প্রেম্খিত-অন্তরে,
শক্তি-সহ করিলা এ উক্তি সমস্বরে ;—

"সত্য যদি আমাদের পাতিব্রত্য ভবে,
সতী-বাক্যে সতী-ধর্ম্ম সিদ্ধ তব হবে !!

সতী-হৃদয়ের সত্য-আশীর্ব্বাদ ফলে,
পতিব্রতা-সতী হবে পতি-ধর্ম্ম-বলে !—

সুচির-পতি-সঙ্গিনী পতি-কর্ম্ম-রতা,
দয়িত-সুখ-বর্দ্ধিনী সতী-ধর্ম্ম-ব্রতা !!

ধর্ম্ম আর সত্য সাক্ষী রাখি' শুদ্ধ মনে,
অর্পিব তোমারে আজি মহর্ষি-চরণে !!"

ভাবিলা সুকন্যা, "মাতঃ ! তবে তব বরে,
সতী-ধর্ম্ম পূর্ণ মম হবে ধরা 'পরে !!"

১৪শ স্তবক।

বিবাহ-সম্ভার করি' সত্বর সংগ্রহ,
নৃপবর রাজ্ঞী-কন্যা দাস-দাসী সহ,
ভক্তি-ভরে ইষ্ট-দেবে স্মরি', শুভক্ষণে
যাত্রা করি' উপনীত আশ্রম-কাননে।

নতশিরে প্রণতি করিয়া তপোধনে,
নিবেদিলা নরপতি বিনম্র-বচনে।
"আনীতা ব্রহ্মন্! কন্যা সেবা তরে তব,
শুভ-পরিগ্রহে প্রভো! কৃতার্থ হইব!"
"তথাস্তু!" বলিয়া ঋষি সুপ্রসন্ন-মনে,
শুভক্ষণে বেদ-সিদ্ধ উদ্বাহ-বিধানে,—
সানন্দ-সস্মিত-মুখী ক্ষণ-লজ্জাশীলা
সুকন্যারে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিলা॥
মন্ত্র-বাক্যে সম্প্রদান করি' দুহিতারে,
অসীম আনন্দ নৃপ লভিলা অন্তরে!
সেইক্ষণে সর্ব্ব-জন-শারীর-যন্ত্রণা,
দৈব-বলে দূরীভূত, দুঃখ-দুর্ঘটনা॥

নৃপতি সানন্দ-চিত্তে কন্যা-রত্ন সহ,
স্বর্ণ, অর্থ, রত্ন-রাজি মাণিক্য-নিবহ,—
ভক্তি-ভরে ঋষি-বরে প্রদান করিলা,
তপোনিধি নৃপে তথা সস্মিত ভাষিলা !
"অহেতু এ পরিবর্হ প্রদত্ত ভূপতে !
ধন-রত্ন প্রতিগ্রাহ্য নহে ধর্ম্মমতে !!
বিভব-ভোগেচ্ছা মম অজ্ঞাত অন্তরে,
গৃহীতা দুহিতা তব, শুদ্ধ সেবা-তরে !!
করিব নিশ্চিন্ত এবে স্ব-তপঃ-সাধনা,
শুশ্রূষা করিবে তব কন্যা সুলোচনা !
যত-ব্রত ঋষি আমি উটজ-প্রবাসী,
নহি কভু ধন-রত্ন-সম্ভোগ-প্রয়াসী !
নৃপ ! তব পুত্রী-লাভে পূর্ণা মম প্রীতি,
মম বরে কন্যা তব হবে সাধ্বী সতী !!"
হেন রূপে, শঙ্খ-বাদ্য হুলু-ধ্বনি সনে,
বিবাহিতা রাজপুত্রী বৃদ্ধ-তপোধনে !!

১৫শ স্তবক।

ক্ষৌমাম্বর-ধরা তদা নৃপেন্দ্র-নন্দিনী,
মণি-রত্ন-ভূষণা সিন্দূর-সীমন্তিনী !—
প্রবেশিয়া ক্ষণ-তরে নির্জ্জন-কুটীরে,
অঙ্গ-অলঙ্কার-রাজি খুলিলা সত্বরে।

কাঞ্চন-নির্ম্মিত, মণিমাণিক্য-মণ্ডিত,
সমুজ্জ্বল বিভূষণ ছিল অঙ্গে যত ;—
কিঙ্কিণী, বলয়, কণ্ঠ-মালা, ললাটিকা,
কুণ্ডল, কেয়ুর, কাঞ্চী, কঙ্কণ, কর্ণিকা ;—
পারিতথ্য, লম্বন, মঞ্জীর, মুক্তাবলী,
ঊর্ম্মিকা, মেখলা, লম্বস্তিকা, একাবলী ;—
একে একে সর্ব্ব-ভূষা উন্মোচি' সুমনে,
মণিবন্ধে শঙ্খ শুধু রক্ষিলা যতনে !!

পরিহরি' তথা বহু-মূল্য অন্তরীয়,
উজ্জ্বল দুকূল-চোল চারু উত্তরীয়,—
অজিন-অম্বরে আর বল্কল-প্রাবারে,
বর-অঙ্গ আবরিলা সানন্দ অন্তরে !!

মুনি-পত্নী-বেশ-ধরা সুকন্যা-সুন্দরী,
ছদ্ম-রূপ-ধরা যেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী ॥
বসন-ভূষণ সর্ব্ব ধরিয়া স্ব-করে,—
পিতৃপদে নিবেদিলা প্রীতি-ভক্তি ভরে ;—
"বহু-মূল্য পরিচ্ছদ রত্ন-আভরণে,
প্রয়োজন নাহি পিতঃ ! সুরম্য-ভূষণে ।
ঋষি-পত্নী এবে আমি কুটীর-বাসিনী,
বল্কল-অজিন-বাসা তাপস-কামিনী ।
সীমন্তে সিন্দূর সম, লৌহ-শঙ্খ করে,—
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-ভূষা সাজে কি নারীরে ?
বশিষ্ঠের ধর্ম্মপত্নী যথা অরুন্ধতী,
অত্রির বনিতা যথা অনুসূয়া সতী ।
তেমতি যুবতী-ভার্য্যা আমি পতি-পদে,
সতী-ধর্ম্ম আচরিব তব আশীর্ব্বাদে ।
কীর্ত্তি তব মর্ত্ত্যধামে, স্বর্গে, রসাতলে,
অক্ষয় রহিবে পিতঃ ! সত্য-ধর্ম্ম-বলে ॥"

১৬শ স্তবক।

কন্যারে হেরিয়া তথা তপস্বিনী-বেশে,
অশ্রুময়ী রাজ্ঞীগণ অন্তর-উচ্ছ্বাসে!
মর্ম্মাহতা হেরি' সুতা বল্কল-বসনা,
উজ্জ্বল-ভূষণ-রত্ন-মণ্ডন-বিহীনা!
কম্পিত-হৃদয়োপরি ধরি' নন্দিনীরে,
চিত্তাবেগে ভাসাইলা নেত্র-জলধারে!
চুম্বিত-মস্তকে অশ্রু কত না পড়িল!
রুদ্ধ-কণ্ঠে বাক্য কত অস্ফুট রহিল!!
উচ্ছ্বলিত অশ্র-নীরে ভাসিলা সকলে,
"ধন্যা তুমি কন্যে! আজি ধরিত্রী-মণ্ডলে!
প্রদ্যোতিত হৃদে তব সতীত্ব-প্রতিভা,
নিষ্প্রভ তাহার পার্শ্বে মণি-রত্ন-বিভা!
সুচির শোভিবে তব শঙ্খ যুগ-করে,
সিন্দুর ললাটে র'বে দীপ্ত চির তরে!
তব যশঃপ্রভা সদা ভাতিবে গগনে,
কীর্ত্তি তব গরীয়সী র'বে ত্রিভুবনে!!

পতি-ভক্তি পতি-রক্তি শক্তির প্রভাবে,
পাতিব্রত্য সতী-ধর্ম্ম সিদ্ধ তব হবে!
তথাপি অস্থির-চিত্তে ভাবনা এক্ষণে,
সুকন্যে! তোমারে ছাড়ি' রহিব কেমনে।
কেমনে যাইব মোরা গৃহেতে ফিরিয়া,
কনক-প্রতিমা তোমা' বনে বিসর্জ্জিয়া।
না জানি কখন্ পুনঃ এ মুখ হেরিব,
'মা' কথা এ চাঁদ-মুখে কখন্ শুনিব।
কহিতে বিদায়-বাক্য নাহি সরে বাণী।
রাখুন কুশলে তোমা বিশ্বের জননী॥"

সজল-নয়না তথা সুকন্যা সুন্দরী,
পিতৃ-মাতৃ-পদ-ধূলি ধরি' শিরোপরি,
বিদায় লইলা বালা প্রবোধি' সবা'রে,
সর্ব্ব-জনে ভাসাইয়া নয়ন-আসারে।
এইরূপে নিরুপমা সর্ব্ব-মনোরমা,—
বন মধ্যে বিসর্জ্জিতা, কনক-প্রতিমা॥

১৭শ স্তবক।

রাজ্ঞী-গণ সহ তথা ব্যাকুল-অন্তরে,
প্রান্তর হইতে নৃপ প্রস্থিত নগরে।
তপস্বিনী-বেশে এবে নৃপেন্দ্র-নন্দিনী,
পতি-সেবা-পরায়ণা, অরণ্য-বাসিনী!

পতি-ধর্ম্মা, পতি-কর্ম্মা, পতি-ব্রতা সতী,
পতি-রক্তা, পতি-ভক্তা, পতি-শক্তিমতী!

পতি ধ্যানা, পতি-জ্ঞানা, পতি-গৌরবিণী,
পতি-প্রিয়া, পতি-প্রাণা, পতি-সন্তোষিণী!

আচরিলা হৃষ্ট মনে, সস্মিত-বদনে,
পতি-পরিচর্য্যা সতী নির্জ্জন-কাননে!

প্রত্যূষ হইতে নিত্য সতী-ধর্ম্ম-ব্রতা,
দিবা-নিশি সুহাসিনী পতি-কার্য্য-রতা!

উঠিয়া ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে, নমি' পতিপদে,
পতি-পদ-সরোরুহ ধ্যান করি' হৃদে,—

পতি প্রীতি তরে সতী পঙ্কজ-লোচনা,
পতির সংসার-কার্য্যে প্রবৃত্তা-ললনা!!

পর্ণশালা পূজা-স্থান প্রাঙ্গণ-চত্বরে,
মার্জ্জন লেপন সুখে করেন স্ব-করে!
সিঞ্চিয়া সলিল শুভা পথ দ্বার-দেশে,
সুপবিত্র পাংশু-হীন করেন প্রত্যূষে।
নিজ করে সুনির্ম্মল নির্ঝরিণী-বারি,
রাখেন স্বামীর জন্য অলিঞ্জর ভরি'।
দণ্ডকাষ্ঠ, মৃত্তিকাদি আহরি' যতনে,
তপ্তোদক রাখি' তথা স্নানের কারণে;—
মৃগ-চর্ম্ম-শয্যা হোতে উঠাইয়া ধীরে,
শারীর-প্রত্যয়-কৃতা করান্ স্বামীরে।
স্নান-অন্তে গাত্র-জল বল্কল-বসনে
মার্জ্জন করেন শুভা পরম যতনে।
পদ-প্রক্ষালন করি', দেন মুছাইয়া
সুকেশিনী সুহাসিনী কেশ-রাশি দিয়া।
মৃগ-কৃত্তি-বসন প্রদানি' পরিধানে,—
পতিরে লইয়া যান সন্ধ্যা-পূজা-স্থানে॥

১৮শ স্তবক।

সুপবিত্র পূজা-স্থানে স্বামীরে সুমনে
বসাইয়া কুশোত্তর-অজিন-আসনে,—
আচরিতে সন্ধ্যা-পূজা-হোম আদি ক্রিয়া,
বিহিত সমস্ত দ্রব্য দেন সাজাইয়া।

বারি-পূর্ণ কমণ্ডলু, তিল-কুশ সহ,
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ নৈবেদ্য-নিবহ,—
যজ্ঞ-কাষ্ঠ অগ্নি আদি অর্পেন যতনে,
শ্রৌত-সিদ্ধ-নিত্য-ক্রিয়া-শুভ-সংসাধনে।

ধ্যান-মগ্ন তপশ্চর্য্যা-রত যদা পতি,
প্রবেশি' কাননে তদা ফুল্লাননা সতী,—
সুস্বাদু সুমৃদু কন্দ সুমূল-নিবহ,
সুমিষ্ট সুপক্ক ফল করিয়া সংগ্রহ,—

প্রফুল্ল-হৃদয়ে নিত্য আনেন কুটীরে,
পতি-পরায়ণা সতী পতি-সেবা তরে।
নীবার-কণিকা কভু আহরি' কাননে,
শাক সহ পাক করি' রাখেন যতনে।

দয়িত-মধ্যাহ্ন-কৃত্য সম্পাদিত যদা,
সাদরে ভোগের দ্রব্য অর্পেন শুভদা !
আচরেন তদা ঋষি, নিবেদি' সুমনে,
সমন্ত্র-পঞ্চাগ্নি-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ সনে।
ভক্তি-ভরে প্রদানিয়া আচমন-বারি,
মুখ-শুদ্ধি অবশেষে অর্পেন সুন্দরী !
পতিরে তৎপর দিব্য মৃগচর্ম্মাসনে
শায়িত করিয়া সুখে বিশ্রামি কারণে,—
আদেশ গ্রহণ করি' প্রীতি-ভক্তি-ভরে,
পদ-সংবাহন সতী করেন সাদরে !
ক্ষণপরে দয়িত-আদেশে পুণ্যবতী
ভুক্ত-শেষ প্রসাদ-গ্রহণে তৃপ্তা সতী !
ভুক্তি-পাত্র আদি করি' মুক্ত নিজ-করে,
পদ-সেবা-সক্তা সতী পুনঃ ভক্তি-ভরে।
অতীত সায়াহ্ন-কাল হয় চিত্ত-সুখে,
সতী-ধর্ম্ম পর-তত্ত্ব শুনি' ভর্ত্তা-মুখে।

১৯শ স্তবক।

প্রদোষ সময়ে সতী সস্মিত-বদনে,
প্রজ্জ্বালিয়া সান্ধ্য-দীপ পতি-সন্নিধানে,—
প্রণতা চরণ-পদ্মে প্রীতি-ভক্তি-ভরে,
ঈপ্সিত-আশীষ-বাক্য-হর্ষিত-অন্তরে।

সত্বর পুনশ্চ সন্ধ্যা-হোমাদি কারণে,
রচিয়া তাবৎ দ্রব্য বিশুদ্ধ-বিধানে,—
প্রক্ষালিত-হস্ত-পাদ-পতি-হস্তে ধরি'
শুভাসনে বসাইয়া দেন শুভঙ্করী!

সন্ধ্যা-হোম-ধ্যান-যোগ-রত যদা পতি,
পতি-পদ-ধ্যান-মগ্না সতী ভক্তিমতী।

পতি-পাদ-পদ্ম করি' হৃদয়ে ধারণা,
আচরেন ভাগ্যবতী পতি-আরাধনা॥

সার্দ্ধ-প্রহরেক তথা, পত্নী-প্রতিষ্ঠিত
মহর্ষির সান্ধ্য-ক্রিয়া হয় অনুষ্ঠিত!

অতঃপর পতি-প্রিয়া প্রফুল্ল-অন্তরে,
ফল মূল বারি আদি অর্পেন সাদরে।

সুতৃপ্ত-দয়িত-করে ধরি'ধীরে ধীরে,
শায়িত করেন পরে সুখ-শয্যা 'পরে !
প্রসাদ-গ্রহণে তদা দয়িত-আদেশে।
পুনঃ উপবিষ্টা সতী পতি-পদ-দেশে।
চরণ-সেবিকা সুবিনীতা প্রিয়ম্বদা,
কুল-নারী-ধর্ম্ম-কথা জিজ্ঞাসেন্ তদা !
তুষ্ট-চিতে জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ ঋষি হৃষ্ট-মুখে,
কুল-নারী-ব্রত-ধর্ম্ম শিক্ষা দেন সুখে।
হেন রূপে অতীত-দ্বিযামা বিভাবরী,
অঙ্গ-সেবা-রতা তদা সুকন্যা সুন্দরী।
সুযুপ্ত যখন স্বামী সুখ-নিদ্রা-ঘোরে,
স্থাপিয়া চরণ-যুগ্ম স্বীয় বক্ষোপরে,—
প্রণমি' পদ-পঙ্কজে পঙ্কজ-লোচনা,
পতি-পদ-প্রান্ত-দেশে নিদ্রিতা ললনা !
হেন ভাবে সতী-ধর্ম্ম আচরি' সুন্দরী
পতি-কার্য্য-রতা সতী দিবা-বিভাবরী ॥

২০তি স্তবক।

একদা সুকন্যা সতী সুপূর্ণ-যৌবনা,
সরোবরে স্নান-রতা সস্মিত-বদনা।
সজল-লাবণ্য-ময়ী তন্বী বরাঙ্গিনী,
প্রস্ফুটিতা পদ্মাকরে ফুল্ল-সরোজিনী।
মুক্ত-কেশী কান্তি-ময়ী কাঞ্চন-প্রতিমা,
অর্দ্ধাবৃত-অঙ্গছটা-যৌবন-সুষমা!
ইন্দু-মুখী চারু-মধ্যা গুরু-নিতম্বিনী,
সন্তরণ-স্নান-রতা জলে একাকিনী!
হেন কালে দৈব-ক্রমে মর্ত্ত্য-বিচরণে,
রবিজ অশ্বিনী-যুগ্ম সঙ্গত সে বনে।
অন্তরাল হো'তে হেরি' দিব্য-রূপ-রাশি,
বিমুগ্ধ কুমার-দ্বয় সংলাপ-প্রয়াসী।
স্নানান্তে সুন্দরী যদা সমুত্থিতা তটে,
অকস্মাৎ উভ' যুবা লক্ষিত নিকটে।
ত্রস্ত-মনে ব্যস্ত-করে স-ত্রপা যুবতী,
সিক্ত-পটে আচ্ছাদিলা অঙ্গ-রাগ-দ্যুতি

সম-বয়ঃ সম-রূপী অভিন্ন আকারে,—
অপাঙ্গে হেরিয়া সতী বিস্মিতা অন্তরে।
যুব-যুগ-পুরোভাগে বল্কল-বসনা,
লজ্জানত-মুখী সতী সস্মিত-বদনা।
রুদ্ধ করি' পথ তথা প্রমুগ্ধ অন্তরে,
অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় ভাষিলা সুস্বরে।—
"ক্ষণ তিষ্ঠ। ইন্দু-মুখি! গজেন্দ্র-গামিনি।
নির্জ্জন কাননে কেন ভ্রম' একাকিনী॥
সত্য করি' শুচি-স্মিতে। কহ ভাগ্য-বতি।
কেবা তব পিতা, কোন্ ভাগ্যবান্ পতি।
রূপ তব দেব-কন্যা বিদ্যাধরী জিনি';
অনুমানি রাজ-কন্যা তুমি চন্দ্রাননি।
বল্কল-বসন তবে কেন বর-দেহে,
অজিন-অম্বরা তুমি কেন ধরারোহে।
সত্য করি' শুভাঙ্গিনি। সুচারু-হাসিনি।
কহ, তুমি কা'র কন্যা, কা'র বা কামিনী॥"

২১তি স্তবক।

সলজ্জ-হৃদয়া সতী বিনত-বদনে,
কহিলেন ধীরে ধীরে বিনম্র-বচনে ;—
"সত্য আমি রাজ-কন্যা, শর্য্যাতি-দুহিতা,
তপোবনে এবে আমি তাপস-বনিতা !
পিতা মম বেদ-ধর্ম্ম-বিধি অনুসারে,
প্রীতি-ভরে দান মোরে করিলা ঋষিরে।
ঋষি-পত্নী তাই আমি বল্কল-বসনা,
পতিব্রতা সতী আমি ভর্ত্তৃ-পরায়ণা।
আশ্রম-কাননে অত্র করেন বসতি,
যতি-শ্রেষ্ঠ তপোবৃদ্ধ অন্ধ মম পতি।
কায়-মনো-বাক্যে আমি করি তাঁর সেবা,
সতী-ধর্ম্ম আচরণে যাপি রাত্রি-দিবা ॥
না জানি তড়াগ-তটে সম্ভাষি কাহারে !
কৃপা করি' যান যদি আশ্রম-কুটীরে,—
অতিথি লভিয়া স্বামী হবেন সম্প্রীত,
কুটীর পবিত্র তথা হবে সুনিশ্চিত।

এ হেন অতিথি কভু হেরিনি' কুটীরে,—
আমারো' পরমা-প্রীতি অতিথি-সৎকারে !!"
বিস্মিত উভয় যুবা সুন্দরী-বচনে,
পুনরপি সম্ভাষিলা সহাস্য-বদনে !—
"কি কহিলে সুহাসিনি ! মধুর-ভাষিনি !
রাজকন্যা হো'য়ে তুমি তাপস-কামিনী ?
দেব-লোকে নাহি যা'র রূপের তুলনা,
সাজে কি তাহারে হেন অজিন-বসনা ?
হারে মণি-রত্ন যা'র সুকান্তি-বিকাশে,
সাজে কি তাহারে হেন তপস্বিনী-বেশে ?
যৌবন-লাবণ্য-ময়ি ! পীন-পয়োধরে !
বৃদ্ধ-পতি জরাগ্রস্ত সাজে কি তোমারে ?
বিশালাক্ষি ! সুলোচনে ! ইন্দুনিভাননি !
অন্ধ-পতি কভু তব সাজে কি কল্যাণি ?
সুনিতম্বে ! পূর্ণা তব যৌবন-মাধুরি,
কঠোর এ ব্রত তব শোভে কি সুন্দরি ?"

২২তি স্তবক।

উত্তরিলা সাধ্বী সতী ব্যথিত-অন্তরে,—
"অকারণে এত কথা কেন কহ মোরে?

কহিয়াছি সত্য বাণী, কুল-নারী আমি,
বরিষ্ঠ তাপস-শ্রেষ্ঠ ঋষি মোর স্বামী।

স্বামী-পার্শ্বে সতী আমি স্বামীর সংসারে,—
তদপেক্ষা অন্য শোভা সাজে কি নারীরে?

স্বামী মম অঙ্গ-ভূষা, স্বামী রত্ন-মণি,
ইহা ভিন্ন অন্য-রূপে সাজে কি কামিনী?

স্বামী মম সুখ-শান্তি, স্বামী মনে প্রাণে,
স্বামী মম ব্রত-পূজা, স্বামী ধ্যানে জ্ঞানে!

স্বামী মম ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ তথা,
অন্তরে বাহিরে স্বামী পূজিত সর্ব্বথা।

স্বামী ভিন্ন অন্য কিছু নাহি জানি আমি,
হৃদয়-ঈশ্বর মম আত্মারাম স্বামী!

স্বামী-সেবা মাত্র মম অন্তরে কামনা,
সতী-ধর্ম্ম-ব্রতা আমি পীতি-পরায়ণা!!"

সুন্দর যুবকদ্বয় সম্মোহিত-চিতে,
সহাস্য-বদনে পুনঃ লাগিল। ভাষিতে ;—
"কেমনে কোমল-করে, কহ মুক্তকেশি,
বৃদ্ধ-পতি-পরিচর্য্যা কর' দিবা-নিশি ?
কি লাগি' কুটীর-মাঝে, সুচারু-লোচনে,
একাকিনী রহ তুমি অন্ধ-পতি সনে ?
কি লাগি' এ দুঃখ-রাশি সহ বরাঙ্গিনি,
বৃথা কি যৌবন-কান্তি বহ নিতম্বিনি ?
লভিয়া সৌন্দর্য্য হেন, সুনব-যৌবনে !
পীড়িতা অনঙ্গ-শরে কেন বরাঙ্গনে ?
চারু-পয়োধর-ধরে ! সুন্দরি যুবতি !
অযোগ্য তোমার হেন অন্ধ-বৃদ্ধ-পতি !
স্বর্গ-বিদ্যাধরী-রূপে ! সুনৃত্য-নিপুণে !
যোগ্য পতি বিনা সৌখ্য হয় কি যৌবনে ?
তাই বলি সুলোচনে ! সুযৌবন-বতি !
ত্যজি' বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি, লভ' অন্য পতি ॥"

২৩তি স্তবক।

অপ্রীত-অন্তরা সতী শ্রবণে সে বাণী,
ভাষিলা ব্যাকুল-হৃদে সুপ্রিয়-ভাষিণী।—
"অযোগ্য এ পাপ কথা সমুক্ত কেমনে!
পতি-ত্যাগ সিদ্ধ কোন্ শাস্ত্রের বিধানে?
জনক কর্ত্তৃক যেবা দত্তা পতি-করে,
ত্যাগে স্বাধীনতা তা'র কোন্ যুক্তি-ভরে?
পতি যা'র 'স্বামী' নামে বিজ্ঞাত জগতে,
সম্ভবে স্বাতন্ত্র্য তা'র কোন্ ধর্ম্ম-মতে?
সত্য করি' যে সম্বন্ধ কৃত নিত্য তরে,
মুক্ত হয় সে নির্ব্বন্ধ, কোন্ সত্য-ভরে?
বেদ-সিদ্ধ, মন্ত্র-সিদ্ধ, ধর্ম্ম-সিদ্ধ যাহা,
কোন্ যুক্তি-বলে ভবে ছিন্ন হয় তাহা?
অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ কিম্বা গুণ-হীন পতি,
ত্যজিতে সক্ষমা কোন্ পতি-ব্রতা সতী?
পতির অভাবে যদা সতী সহ-মৃতা,
পতি-ত্যাগে শক্তি-মতী কোন্ পতি-ব্রতা?

দেব-পুত্রোপম রূপে হেরি উভ' জনে,
কেমনে ও পাপ কথা আনিলে বদনে ?
কুলস্ত্রীরে হেন বাক্য কহ' কি সাহসে ?
পথ ছাড় ত্বরা করি', যাই পতি-পাশে ।।"
ভাষিলা কুমার-দ্বয়, "শোন রূপেশ্বরি।
ধর্ম্ম-তত্ত্ব তব মুখে সাজে না সুন্দরি !
অনঙ্গ-মোহিনি অয়ি অপাঙ্গ-নয়নে।
কলা-তত্ত্ব শোভে শুধু ও চন্দ্রবদনে।
দেব-কন্যোপম-রূপা তুমি ভাগ্য-বতি।
রূপবান্ দেব-পুত্র যোগ্য তব পতি।
'হের' মোরা রবি-পুত্র সুরূপ-সংযুত,
অশ্বিনী-কুমার চির-যৌবন-অন্বিত।
সম মোরা রূপে, গুণে, বয়সে, যৌবনে,
পতিত্বে বরণ সতি কর এক জনে।
স্বর্গ-সুখ লব্ধ তাহে হবে এলোকেশি।
দাস স্বর্গ-বিদ্যাধরী হবে তব দাসী ।।"

২৪তি স্তবক।

আকর্ণি' বচন সতী প্রোজ্জ্বল-নয়না!
ভাষিলা সক্রোধ-স্বরে রক্তিম-বদনা।—
"ধর্ম্ম-শীলা সতী আমি স্বামীর সংসারে,
সাধ্য কা'র পাপ-কথা উক্ত করে মোরে?
উদ্বাহিতা কুল-নারী ভর্ত্তৃ-পরায়ণা,—
পতি-ব্রতা সতী আমি, নহি বারাঙ্গনা॥
সুকন্যা-নাম-ধারিণী শর্য্যাতি-দুহিতা,
মহাতপা-ঋষি-পত্নী ধর্ম্ম-পরিণীতা!
উচ্চ-বংশ-জাতা আমি নৃপেন্দ্র-নন্দিনী,
সত্য-ধর্ম্ম-পতি-ব্রতা মহর্ষি-ঘরণী।
রবি-পুত্র! তবে মোরে পাপাসক্ত-মনে,
লগণ্যা গণিকা তুল্য সম্ভাষ' কেমনে?
সর্ব্ব-লোক-দ্রষ্টা কর্ম্ম-সাক্ষী দিবা-পতি,
তৎসুতে সম্ভূত কেন এ হেন দুর্ম্মতি?
নিরাশ্রয়া হেরি' মোরে নির্জ্জন-কাননে,
অধর্ম্ম-প্রস্তাব হেন কর" কি কারণে?

সত্য-সন্ধ পিতা মম, মাতা মম সতী,
জ্ঞান-ধর্ম্ম-তপোবল-শ্রেষ্ঠ মম পতি।
পতি-পার্শ্বে সতী আমি পতি-ধর্ম্ম-পরা,
সতীত্বের সাক্ষী মম রবি চন্দ্র তারা।
সাক্ষ্য তথা ধর্ম্ম, সত্য, দিবস, রজনী,
সতীত্বের সাক্ষ্য মম বিশ্বের-জননী !!
অজ্ঞাত কি রবি-পুত্র ! সতী-তত্ত্ব-কথা,—
সতীত্ব-অবজ্ঞা তাঁ'র অসহ্য সর্ব্বথা !
পরিত্যজ' দুরাসক্তি স্মরি' মম বাণী,—
সঙ্কটে সতীরে রক্ষা করেন ভবানী !
অন্তরে এখনো' যদি মঙ্গল-কামনা,
অর্পিওনা পুনঃ মোরে লজ্জা সনে ঘৃণা !
মন্দ যদি কহ' পুনঃ মত্ত-মনোভ্রমে,
অভিশপ্ত হ'বে তবে সতীত্বের নামে।
রবি-পুত্র ! তদা তব দেবত্ব-প্রভাবে,
পতি-ব্রতা সতী-বাক্য অন্যথা না হ'বে !!"

২৫তি স্তবক।

কহিতে এ বাক্য সতী অশ্রু-বিলোচনা,
দেব-কন্যা-প্রভা-ময়ী প্রোজ্জ্বল-বদনা!
শ্রবণে সংকল্প-বাণী হৃদয়-ধ্বনিত,
শক্তি-ময় সতী-বাক্য চিত্ত-নিনাদিত ;—
হেরি' সে পবিত্র-রূপে স্বর্গোপম শোভা,
অকলঙ্ক শশি-মুখে সতীত্ব-প্রতিভা ;—
ঋষি-পুত্র-দ্বয় পরিতৃপ্ত-প্রীত-মনে,
সম্ভাষিলা সতী প্রতি প্রফুল্ল-বদনে !—
"সুপ্রসন্ন মোরা এবে, ধর্ম্মে তব সতি!
সতীত্ব-প্রতিভা-ময়ী তুমি ভাগ্য-বতি !!
ত্রিবিদ-দুর্লভ তব সতীত্ব-মহিমা,
দিগন্তে ভাতিবে সতী-মহত্ত্ব-গরিমা !!
নিবার' নয়ন-অম্বু সতি সুলোচনে!
সতী-অক্ষি-নীরে মোরা শঙ্কা পাই মনে !!
কল্পিত-বচনে দুঃখ দিয়াছি সুন্দরী,
সর্ব্ব-অপরাধ এবে ক্ষম', শুভঙ্করি!

সুপ্রীত হেরিয়া পতি-ভক্তি সতি তব,
চরিত্র-মহিমা তব সুচির স্মরিব।

লভি' তবাবস্থা নহে মুগ্ধ প্রলোভনে,
হেন নারী কতি-সংখ্য আছে ত্রিভুবনে?

নিশ্চলা তোমার ভক্তি অন্ধ-পতি প্রতি,
অতুলনা ত্রিভুবনে ধন্যা তুমি সতি।

সাধ্বি! পুণ্যবতি! তাই সুপ্রসন্ন-চিতে,
শ্রেষ্ঠ-বর দিতে তোমা' ইচ্ছা পতি-ব্রতে!

স্বর্গের ভিষক্ মোরা বহু-গুণান্বিত,
সুগুহ্য-শারীর-তন্ত্র সম্যক্ বিদিত।

জরাগ্রস্ত-বৃদ্ধ-দেহে যৌবন সঞ্চারি',
অন্ধ-জনে দিব্য মোরা চক্ষু দিতে পারি!

পতি-ব্রতে! এবে তব চিত্ত যদি চাহে,
সুচির-যৌবন হবে বৃদ্ধ-পতি দেহে।

লভিবে' স্বপতি তদা সুরূপ-সংযুত—
পঙ্কজ-লোচন সতি! আমাদেরি' মত!!"

২৬তি স্তবক।

পূর্ণেন্দু-বদনা সতী নৃপেন্দ্র-দুহিতা,
শ্রবণে বিচিত্র কথা, পরম-বিস্মিতা।
স্মিত-মুখী তপস্বিনী বল্কল-বাসকা,
পঙ্কজ-নয়ন-কোণে সুখাশ্রু-কণিকা!

বিশুদ্ধ-পরমানন্দ-প্রোল্লসিত-মনে,
ভাষিলা মধুর-নম্র-সুমিষ্ট-বচনে ;—

"দেবপুত্র! এবে হেন বিলোকি' করুণা,
বিমুগ্ধ-হৃদয়া আমি তাপস-ললনা।
কৃপানিধে! তব গুণ-কারুণ্য-প্রভাবে,
চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধা আমি এবে।

না বুঝি' কোহেছি কটু চিত্তের প্রমাদে,
ক্ষম' দেব! দোষ মম, নমি তব পদে!

ক্ষণ-তরে ধৃষ্টতা-প্রপূর্ণ মম হিয়া,
ক্ষম' অপরাধ মম অবলা বলিয়া।
হৃদয়-উচ্ছ্বাসে আমি কহিনু' কি কত,
ক্ষম' মোরে রবি-সুত! সুরূপ সুব্রত!

বিস্ময়-অধীর চিত্ত শুনি' তব বাণী,—
বুঝিতে না পারি কিছু আমি যে রমণী !

অন্য বরে নাহি মম কামনা শুভদ !
এই মাত্র বর মোরে দেহ' প্রিয়ম্বদ !—

সতী-ধর্ম্ম পূর্ণ মম হয় নির্ব্বিবাদে,
পতি-ব্রতা রহি হেন সম্পদে বিপদে !!

রহে যেন চির-তরে শঙ্খ মম করে,
সিন্দূর ললাটে যেন শোভে চিরতরে !!"

হাস্য-মুখে রবি-পুত্র ভাষিলা সতীরে,
"পতি-ব্রতা সতী তুমি র'বে চিরতরে ।

সতী-ধর্ম্ম পূর্ণ তব হবে শুভাঙ্গিনি !
সুচির সিন্দূর ভালে র'বে সীমন্তিনি !!

অন্য বরে তথা, চির-শঙ্খ-বিভূষণে ।
ভূষিব স্বামীরে তব স্বরূপ-যৌবনে !!

দেব-কন্যা সম যথা তুমি রূপ-বতী,
দেব-পুত্রোপম তথা লভিবে স্ব-পতি !!"

২৭তি স্তবক।

স্মিত-মুখী সুলোচনা সলজ্জ-বদনে,
কহিলা মিত-ভাষিণী বিনম্র-বচনে !—
"পতি প্রতি বর যাহা উক্ত কৃপা করি',
তাঁহার অনুজ্ঞা বিনা গ্রহিতে না পারি।
তুষ্ট কিম্বা রুষ্ট স্বামী হইবেন চিতে,
তাঁহারে না জিজ্ঞাসিয়া না পারি কহিতে।
অজ্ঞাত যাবৎ মম স্বামীর বাসনা,
সম্ভবে কি কভু মম স্বাধীন কামনা ?
আশ্রমে ঋষিরে তবে জিজ্ঞাসিয়া আসি,
তিনি যে আমার স্বামী, আমি তাঁর দাসী ॥"
লভি' অনুমতি সতী রুচির-হাসিনী,
মুক্ত-কেশী সিক্ত-বাসা মরাল-গামিনী,—
আনন্দ-বিস্ময়-পূর্ণ-চিন্তিত-অন্তরে,
ক্ষণ মধ্যে সমাগতা আশ্রম-কুটীরে !
প্রণমি' দয়িত-পদে প্রফুল্ল-বদনে,
নিবেদিলা বিনোদিনী বিনীত বচনে !—

"অপূর্ব্ব ঘটনা প্রভো! সরোবর-তীরে,
বিলম্ব সে জন্য আজি আসিতে কুটীরে!

স্নানান্তে তড়াগ-তটে উঠিনু' যেমনি,
রবি-পুত্র-দ্বয়ে তথা হেরিনু' তেমনি।

স্বরূপ উভয় যুবা, তুল্য মুখ-শোভা,
সম-বয়ঃ সমাকার, সম-অঙ্গ-বিভা।

সুতনু-যৌবন-নদী হেরি' তথা মোরে,
বিমুগ্ধ যুবক-যুগ-চিত্ত পুষ্প-শরে।

প্রলোভন-বাক্য কত ভাষিলা দু'জনে,
বিস্তারি' সে সব কথা কহিব কেমনে?

অবশেষে, প্রীত মম সতীত্ব-দর্শনে,
বর-দানে অভিলাষী তাঁহারা দু'জনে।

সুনব-যৌবন-অক্ষি হবে যেই বরে,
দেবোপম-রূপ-বিভা তব সুশরীরে।

আগতা স্বামিন্! আমি আদেশ গ্রহণে,
অপেক্ষা করেন তাঁ'রা অদূর-কাননে॥"

২৮তি স্তবক।

মহর্ষি চ্যবন তদা সুপ্রীত-অন্তরে,
পরম প্রসন্ন-মুখে ভাষিলা সতীরে !—
"ধন্যা তুমি পতি-ব্রতে ! ধন্যা তুমি সতি !
পুণ্যবতি ! তব জন্য ধন্য আমি পতি !
অদ্য তুমি যে সতীত্ব-গৌরব রক্ষিলে,
নিত্য র'বে দিব্য তা'র সৌরভ ভূতলে।
পূর্ণ তব সতী-ধর্ম্ম ধর্ম্ম-শীলে সতি।
পূর্ণ-চন্দ্রাননি ! তব পূর্ণা পতি-রতি।
লুব্ধা আমি নহি সতি ! যৌবন কারণে,
অন্তরে আনন্দ সতী-গৌরব-দর্শনে !!
যৌবন-নয়ন দিতে অশ্বিনী-বাসনা,
বিজ্ঞাত এ সর্ব্ব জগদন্তরি' করুণা।
আত্ম-যোগে দেহ-তত্ত্ব নির্ব্বিকল্প মম,
বার্দ্ধক্য যুবত্ব আদি সর্ব্বাবস্থা সম !
চিন্তা তনু তব শ্রম-ক্লান্তির কারণে,
কান্তে ! আমি তব জন্য সংসারী কাননে।

অপূর্ব্ব সতীত্ব-বলে যে বর লভিলে,—
উপেক্ষা করিতে তাহা অক্ষম এ স্থলে !
অতএব বিশালাক্ষি ! লহ' মোরে তথা,
অপেক্ষা করেন বনে রবি-পুত্র যথা ॥"

ঋষি-শ্রেষ্ঠ-মহাতপা-পতি-বাক্য শুনি',
হৃদানন্দ-পরিপ্লুতা নৃপেন্দ্র-নন্দিনী।
আনন্দ সতীর চক্ষে, আনন্দ বদনে,
আনন্দ সতীর বক্ষে, আনন্দ পরাণে।
সুমনে আনন্দ-ময়ী ধরিয়া পতিরে,
ধীরে ধীরে সমাগতা সরোবর-তীরে।

দেব-পুত্র-যুগে তথা প্রণমি' দম্পতি,
বিজ্ঞাপিলা কাম্য-বর-গ্রহণে সম্মতি।
উভ' রবি-পুত্র তদা দেহ-তত্ত্ব স্মরি',
মন্ত্রঃপূত করিলা সে সরোবর-বারি !

বৃদ্ধ অন্ধ ঋষিবরে ধরিয়া তৎপরে,
একত্র নিমগ্ন সবে সুগভীর নীরে ॥

২৯তি স্তবক।

হেরিয়া ত্রি-জনে তথা মগ্ন সরোবরে,
বিস্ময়-সংশয়াকুলা সুকন্যা অন্তরে!
ক্ষণ-তরে সতী-চিত্তে চিন্তা-ভয় সহ,
আশা আর নিরাশার ঝটিকা-প্রবাহ।
একাকিনী সতী বদ্ধ-সোপান উপরি'
হেরিতে লাগিলা স্বচ্ছ-সরোবর-বারি!
ব্যাকুল-চপল-চিত্তা সতী সুলোচনা,
ক্ষণ-পরে বিলোকিলা অপূর্ব্ব ঘটনা!
সংক্ষোভ-বলিত তত্র রম্য সরোবরে,
হংস কারণ্ড আদি সন্তরিল দূরে!
কম্পিত সলিল-রাশি হিল্লোল তুলিয়া!
কম্পিত নলিনী সনে পদ্মিনীর হিয়া।
কম্পিত তড়াগ-অম্বু করি' উদ্বেলিত,
রম্য তিন দেব-মূর্ত্তি হো'লো আবির্ভূত॥
স্বপ্নাবেশে যেন সতী বিস্ময়-বিহ্বলা,
তুল্য তিন রবি-পুত্র প্রত্যক্ষ করিলা॥

তুল্য রূপ, তুল্য বয়ঃ, তুল্য অঙ্গ-বিভা,
তুল্য কর, তুল্য পদ, তুল্য তনু-শোভা।
সম আস্য, সম হাস্য, লাস্য-প্রমোদিত,
সম বক্ষ সম অক্ষি কটাক্ষ-সংযুত।
ইঙ্গিতে আকারে পরস্পর অন্যোপম,
দর্পণ-বিম্বিত দিব্য প্রতি-চ্ছবি সম॥
পঙ্কজ-লোচনা সতী শঙ্কিত-হৃদয়ে,
ইন্দ্রজাল-সম দৃশ্য হেরিলা বিস্ময়ে॥
হাস্য-মুখে যুব-ত্রয় সম-কণ্ঠ-স্বরে,
মিষ্ট-ভাষে অবশেষে ভাষিলা সাধ্বীরে!
"চিন্তা কেন শুভাননি! হের' হের' সতি।
স্বরূপ-যৌবন-যুত এবে তব পতি!
সম-দেহী সম-রূপী মোরা তিন জনে,
এক তাহে পতি তব, সতি সুলোচনে।
বিচারিয়া সুচতুরে! পতি-ভাগ্য-বতি!
বরহ তাঁহারে সতি! যেবা তব পতি॥"

৩০শৎ স্তবক।

পরম-সংশয়াবিষ্টা নৃপতি-নন্দিনী,
সমাকুল-চল-চিত্তে ভাবিলা কল্যাণী ;—
"এ সঙ্কটে এবে আমি কেমনে তরিব,
কেবা মম পতি এবে কিরূপে বুঝিব ?
তুল্য-রূপ তিনজনে, বিভেদ না হেরি,
কেবা মম স্বামী এবে কেমনে বিচারি ?
কিরূপে স্ব-পতি-পদ গ্রহিব সাদরে,
কেমনে আপন বলি' বরিব তাঁহারে ?
নিজ-পতি ভাবি' যদি বরি' অন্য জনে,
লজ্জায় ঘৃণায় তবে বাঁচিব কেমনে ?
ভাবিলা সজল-নেত্রা পতি-ব্রতা সতী,—
"কৃপা করি' কহ' প্রভো ! কেবা মম পতি !
বুঝিতে না পারি কিছু, অবলা নির্গুণা,
কৃপা করি' কহ' আমি কাহার ললনা !
অজ্ঞান-বিমূঢ়া পতি-বিরহিণী আমি,
কৃপা করি' কহ' মোরে 'কেবা মম স্বামী।

কে মম হৃদয়েশ্বর ত্রি-মূর্ত্তি মাঝারে,
কৃপা করি' কহ' বিভো ! বরিব কাহারে ।।"

উত্তরিলা যুব-ত্রয় সম-কণ্ঠ-স্বরে,—
"আমি তব পতি সতি ! বরহ আমারে ।।"

সঙ্কট হেরিয়া সাশ্রু-নয়ন-কমলা,
ব্যাকুল অন্তরে সতী চিন্তিতে লাগিলা ;—

"হায় ! আমি কি করিব, কি কহিব এবে !
সতীত্ব কেমনে মম রক্ষা আজি হবে ?

হায় ! কেন ঘটাইনু' হেন দুর্ঘটনা,—
না বুঝি' কপট রবি-পুত্রের ছলনা !

অজ্ঞানা রমণী হেন দুর্ভাগিণী আমি,
চিনিতে নারিনু, ছিছি লজ্জা ! নিজ স্বামী !

পতি-ব্রত-দর্প মম চূর্ণ আজি হো'লো,
সতী-ধর্ম্ম আজি বুঝি ভঙ্গ হো'য়ে গেল !

রক্ষ' মোরে এ বিপদে, বিশ্বের জননি !
সঙ্কটে তরাহ মোরে দুর্গতি-নাশিনি !!"

৩১শৎ স্তবক।

ভাবিলা ব্যাকুলা সতী ভক্তি-পূর্ণ-মনে,
বাষ্পাকুল-অক্ষি-যুগ-অশ্রু-বারি সনে।—
"কোথা' মাতঃ! জগদম্বে! বিপত্তি-নাশিনি!
দুস্তর বিপাদে রক্ষা কর' নিস্তারিণি!!

আদ্যে! শক্তে! মহামায়ে! ব্রহ্মাণ্ড-জননি!
মুক্ত মম মোহ-বন্ধ কর' মা সর্ব্বাণি!!

প্রাপ্ত করি' পতি-সঙ্গ, ধর্ম্মদে শিবদে!
রক্ষ' মম সতী-ধর্ম্ম মোক্ষদে শুভদে!!

দুঃখিতারে কর কৃপা সাবিত্রি ব্রহ্মাণি!
নমঃ দেবি পদ্মাসনে! বিশ্ব-প্রসবিনি!!

সর্ব্ব-মঙ্গল-মাঙ্গল্যে! সর্ব্বার্থ-সাধিকে!
নমঃ দেবি নারায়ণি! বিশ্ব-প্রপালিকে!

মৃড়াণি ভবানি শুভে! শিবানি রুদ্রাণি!
নমঃ দেবি মহেশানি! বিশ্ব-বিনাশিনি!!

শরণ্যে ত্র্যম্বকে শিবে! দুর্গে ভগবতি!
নমঃ দেবি নারায়ণি! লক্ষ্মি সরস্বতি!!

শুভাদৃষ্টি কর’ শিবে ! অভীষ্ট-দায়িনি !
নমঃ দেবি বেদমাতঃ ! গায়ত্রী-রূপিণি !

সর্ব্বেশ্বরি ! সর্ব্ব-রূপে ! সর্ব্ব-গুণাশ্রিতে।
নমঃ দেবি নারায়ণি ! সর্ব্ব-গুণাতীতে।

না জানি ভকতি স্তুতি, আমি মূঢ়া নারী,
ক্ষম’ অপরাধ শিবে। শুভদে শঙ্করি !!

সত্-সুখ-জয়-দাত্রী তুমি মা সিদ্ধিদা।
অজ্ঞানের জ্ঞান-দাত্রী তুমি মা বুদ্ধিদা।

অবিদ্যা-তামসাবৃত আজি মম মতি।
ব্যক্ত করি’ দেহ শক্তে ! কেবা মম পতি !!

সতীশ্বরী সতী-প্রাণা তুমি যে মা শিবে।
সতী-অপবাদে তব কলঙ্ক রটিবে !!

সতী-ধর্ম্ম রক্ষা আজি কর সতীশ্বরি !
পতি-সঙ্গ ভিক্ষা মোরে দেহ’ শুভঙ্করি।

কৃপাপাঙ্গে পতি-চিহ্ন দর্শাহ কল্যাণি।
সতী-বক্ষে আর দুঃখ দিওনা পাষাণি !!”

৩২শৎ স্তবক।

রুদ্ধাকুল-কণ্ঠা সতী সুকন্যা সুন্দরী।
গণ্ড-যুগ-প্রবাহিত গলদশ্রু-বারি!
হেন কালে দৈব-বলে মধুর-সুস্বরে,
কে যেন কহিলা সতী-অন্তর মাঝারে।
"চিন্তা কিবা পতিব্রতে। হের' হের' সতি!
ছায়া-যুক্ত যা'র কায়া সেই তব পতি!!"
বিস্মিত-হৃদয়-নেত্রা সুকন্যা সুধীরা,
বল্কল-বসনে মুক্ত করি' অশ্রু-ধারা,—
হেরিলা নিবিষ্ট-চিত্তে দিব্য তিন কায়া!
দুই মূর্ত্তি ছায়া-শূন্য, একে মাত্র ছায়া!!
ছায়া-হীন রবি-পুত্র জানিয়া দু'জনে,
তৃতীয়ে স্ব-পতি সতী বুঝিলা এক্ষণে!!
ঝটিতি প্রফুল্ল-মুখী গিয়া পতি-পাশে,
ভক্তি-ভরে প্রণমিলা শ্রীপদ-পরশে!
সলজ্জ ভাষিলা তথা মৃদু হাসি',
"তুমি মম পতি প্রভো! আমি তব দাসী!!"

দেবোপম ঋষি এবে দিব্য-রূপ-ধারী,
কহিলা সহাস্য-মুখে সতী-হস্ত ধরি',—
"সুচির-হৃদয়েশ্বরী তুমি পুণ্য-বতি!
চির-ভাগ্যবান্ শুভে! আমি তব পতি !!
বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি আজি রবি-পুত্র-বরে,
যৌবন-স্বরূপ-যুত সাধিব! তব তরে !!"
রবি-পুত্র-দ্বয় তথা সহাস্য-বদনে,
ভাষিলা সানন্দ-মৃদু-মধুর-বচনে;—
"পরীক্ষা তোমার পূর্ণ হইল কল্যাণি!
সতী-ধর্ম্ম পূর্ণ তব ইন্দু-নিভাননি !!
অতুলনা সাধ্বী তুমি পঙ্কজ-লোচনে!
পতি-ব্রতা **সতী** তুমি ধন্যা ত্রিভুবনে !!
আচর' পরমানন্দে এবে ধরাতলে,
পবিত্র সংসার-ধর্ম্ম দম্পতি-যুগলে !!
দিগন্তে ভাতিবে ঋষে! [illegible] তপঃ প্রভা!
শাস্তিবে উজ্জ্বলতর **সতীত্ব**-প্রতিভা !!"

৩৩শৎ স্তবক।

নমিলা দম্পতি-যুগ দেব-পুত্র-পদে,
সানন্দ-হৃদয়-চিত্ত আশীষ-প্রসাদে।
সন্তোষিয়া স্তুতি-বাক্যে প্রফুল্ল-অন্তরে,
রবি-পুত্রে ঋষি-শ্রেষ্ঠ কহিলা তৎপরে ;—

"তব বরে দেব-পুত্র। লব্ধ এবে মম,
দিব্য-রূপ কান্ত-দেহ দেব-পুত্রোপম।
দেহেন্দ্রিয় তব বরে যৌবন-সংযুত,
পদ্ম-নেত্র এবে আমি তোমাদেরি' মত।
তব বরে, আজি হেন অপূর্ব্ব ঘটনা।
বর দিতে তাই তোমা' অন্তরে বাসনা॥

প্রসন্ন-হৃদয়ে মোরে কহ' রবি-সুত।
কোন্ বর চাহ মিত্র। কি তব বাঞ্ছিত?"
রবি-পুত্র-দ্বয় তথা সহাস্য-বদনে,
উত্তরিলা ঋষি-বরে সুপ্রসন্ন মনে।—

"পিতৃ-অনুগ্রহে পূর্ণ সমস্ত-বাসনা,
অপূর্ণ হৃদয়ে শুধু একটি কামনা!

অমর-তিষক্ বলি' ত্রিদিব-বিধানে,
অধিকারী নহি মোরা সোম-রস-পানে!
সুর-সনে সোম-পানে প্রবল পিপাসা,
অপূর্ণা তথাচ ঋষে! হৃদয়ের আশা!
মহর্ষে! এ বর তবে দেহ' কৃপা করি',—
সোম-পানে যেন মোরা হই অধিকারী।"
"তথাস্তু!" বচনে ঋষি-ভাষিলা সুস্বরে,
"সোম-পানে অধিকারী হ'বে মম বরে!!"

অশ্বিনী-কুমার-দ্বয় মহা আনন্দিত,
আশীষ-বচন কত ভাষিলা সুগীত।
অবশেষে, দেহোত্থিত জ্যোতির বিকাশে,
অলক্ষিত যুগ-মূর্ত্তি অনন্ত আকাশে!!

হৃষ্ট-চিতে ঋষি-শ্রেষ্ঠ ধরি' পত্নী-করে,
প্রস্থিত সানন্দে এবে আশ্রম-কুটীরে।

সুমণ্ডিত পতি-কান্তি সুবেশ-ভূষণে,
সতী-কান্তি ঢাকা শুধু বল্কল-বসনে!!

৩৪শৎ স্তবক।

প্রীতি-সম্ভাষণ-সুখে, যুবক যুবতী,
উল্লসিত-স্মিত-মুখে, যুগল-দম্পতি,—
ক্ষণ-মধ্যে প্রত্যাগমি' আশ্রম-প্রদেশে,
হেরিলা অপূর্ব্ব-দৃশ্য বিস্ময়-আবেশে !
নাহি তথা তৃণ-কুটী, নাহি পর্ণ-শালা,
সুশোভিত তার স্থলে শুভ্র-সৌধ-মালা ॥
স্ফটিক-নির্ম্মিত-হর্ম্ম্য রম্য বিমণ্ডনে
দৃষ্ট তথা সুবেষ্টিত ফুল্ল-পুষ্পোদ্যানে ॥
সাগ্রহে ভাবিলা সতী বিস্ময়-বিহ্বলা।
"একি হেরি। কোথা' সে আশ্রম-পর্ণ শালা ?"
সস্নেহ ভাবিলা ঋষি সস্মিত-বদনে,
"সম্মুখে আশ্রম-সদা,তর পদ্মাননে।
ক্ষৌম-রূপে প্রত্যাদিষ্ট জীর্ণ পর্ণ-শালা।
বিচিত্রা এমনি প্রিয়ে। চিন্ময়ীর লীলা !!
পলকে নিখিল-বিশ্ব সৃজন-কারিণী,
অঘটন-পটীয়সী জগৎ-জননী !!

কল্যাণি ! তোমার শুদ্ধ সতীত্বের তরে,
পর্ণ-কুটী হর্ম্ম্য আজি জগদম্বা-বরে !!
সন্তেদ নাহিক সত্য উটজ-প্রাসাদে,
তত্রাপি প্রলব্ধ ইহা ঈশ্বরী-প্রসাদে !!
পতি-ব্রতে ! তুমি যথা গৃহ-লক্ষ্মী মম,
পর্ণ-কুটী স্বতঃ প্রিয়ে ! স্বর্ণ-সৌধ সম !!
কৃপাময়ী তবু সাধ্বী-গৌরব-সাধনে,
অপূর্ব্ব আলয় হেন রচিলা নির্জ্জনে !!
হের কান্তে ! কমনীয় দিব্য সৌধ-মালা !
সুরম্য স্বস্তিক, প্রপা, চৈত্য, যজ্ঞ-শালা !!
জগদম্বা-দত্ত ইহ রম্য-নিকেতনে,
জগদাদ্যা-শক্তি মোরা অর্চ্চিব দু'জনে !!
অম্বিকা-চরণাম্বুজ স্মরিয়া অন্তরে,
সাধিব গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, অন্ন-পূর্ণা-বরে !!
পতি-ব্রতে ! তুমি যথা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী,
চিন্তা সে সংসারাশ্রমে কি আছে কল্যাণি ?"

৩৫শং স্তবক।

সুচির-আনন্দময়ী পঙ্কজ-বদনা,
জগদম্বা কৃপা স্মরি' সুধাশ্রু-নয়না!
আনন্দ হৃদয়ে চিত্তে, আনন্দ বদনে,
আনন্দ সতীর বক্ষে, আনন্দ নয়নে।
প্রবেশি' প্রাসাদ মধ্যে, হেরিলা সজ্জিত,
জগদম্বা-সংসারের দ্রব্য-রাশি যত!
ইন্দ্র-জাল সম সতী হেরিলা বিস্ময়ে,
সর্ব্ব-দ্রব্য পূর্ণ যেন ইন্দিরা-আলয়ে!!
সহাস্য-বদন ঋষি ধরি' সতী-করে,
শুদ্ধান্ত-প্রকোষ্ঠ মাঝে প্রবিষ্ট তৎপরে!
হেরিলা বিস্মিতা সতী, যেন স্বপ্ন-ঘোরে,
বিচিত্র বসন-ভূষা রক্ষিত সে গৃহে।।
কৌশেয়, দুকূল, চীনাংশুক সুরঞ্জিত,
সুচেলক, ক্ষৌমাম্বর হিরণ্য-খচিত।—
সুবর্ণ রচিত দীপ্ত মৌক্তিক-প্রবালে,
মণি-রত্ন-ভূষা কত রঞ্জিত সে স্থলে!!

সহাস্যে ভাষিলা ঋষি সতী-হস্তে ধরি’,
“এ সমস্ত বস্ত্র-ভূষা তোমারি’ সুন্দরি।

তব গুণে বর-কান্তি, যুব-দেহ মম,
দিব্য-বেশ-বিভূষিত দেব-পুত্রোপম!

দেব-কন্যা-সম-রূপা তুমি নৃপাত্মজে।
বল্কল-বসন প্রিয়ে! তোমারে না সাজে!!

তাই আজি কৃপাময়ী তুষ্টা তব প্রতি,
সমর্পিলা শুভ-সজ্জা-ভূষণ-সংহতি!

জগদম্বা-কারুণ্য-প্রসাদ ভক্তি-ভরে,
সাদরে গ্রহণ প্রিয়ে। করহ সত্বরে!!”

সত্রপ-স্মিত-বদনা সতী সুলোচনা,
দয়িত-আদেশে দিব্য-দুকুল-শোভনা!

সুচারু-রচিত-ক্ষৌম মণ্ডিত কনকে।
কামিনী-কাঞ্চন-কান্তি কম্পিত অংশুকে!!

জগদম্বা-বরে আজি পুনঃ নৃপ-সুতা,
অজিন-বল্কল ত্যজি’ সুবেশ-মণ্ডিতা।

৩৬শং স্তবক।

সতী-অঙ্গে এবে কান্ত সহাস্য-বদনে,
রম্য-বিভূষণ-রাজি অর্পিলা যতনে!
মণ্ডিয়া সুকেশ-রাশি সুন্দর-কবরী,
রত্ন-পারিতথ্যা দিলা সাধ্বী-শিরোপরি!
অশ্ম-গর্ব্ব রুক্ম-পুষ্প সজ্জিয়া চিকুরে,
সমুজ্জ্বল শিরোরত্ন দিলা সাধ্বী-শিরে।
অর্পিলা সানন্দে তথা রত্ন-ললাটিকা,
ভাগ্য-বতী সতী-শিরে সুপুষ্প-মালিকা।
কর্ণ-ভূষণ কর্ণিকা অর্পি' শ্রুতি-মূলে,
গণ্ড-যুগ বিমণ্ডিলা মাণিক্য-কুণ্ডলে।
হাস্য-যুত ওষ্ঠ'পরি তথা হৃষ্ট-চিতে,
অর্পিলা উজ্জ্বল-বিম্ব মৌক্তিক নাসাতে।
সপ্রেম-সুহাস্যে ঋষি আকল্প-কুশলী,
সতী-কণ্ঠে কণ্ঠ-ভূষা দিলা মুক্তাবলী।
হৃদয়ে নক্ষত্র-মালা অর্পিয়া সাদরে,
সতী-বক্ষ বিভূষিলা চন্দ্র-কোটী-হারে!!

সুদীপ্ত হৃদয়-পদ্মে পদ্ম-রাগ মণি,
লজ্জিত-হসিতা তাহে সতী চন্দ্রাননী ॥
কান্তা-করে ধরি' এবে চিত্ত-অনুরাগে,
অঙ্গদ-কেয়ূর ভূষা দিলা বাহু-যুগে ।
রত্ন-পারিহার্য্য তথা অর্পি' শঙ্খ সনে,
মণি-বন্ধ বিভূষিলা বিক্রম কঙ্কণে ।
দীপ্ত করে কর-পদ্ম ঊর্ম্মিকা-কটকে,
রত্ন-অঙ্গুরীয়-বিভা অঙ্গুলী-চম্পকে ।
চারু-মধ্যা-কটি-দেশে তথা সমর্পিলা,
সূর্য্য-চন্দ্র-হার কাঞ্চী হিরণ্য-মেখলা ।
মাণিক্য-মঞ্জীর সনে দিলা অনুমানি'
শিঞ্জিত-চরণ-ভূষা সুবর্ণ-কিঙ্কিণী ॥
সীমন্তে সিন্দূর দিয়া, সহাস্য-বদনে,
সপ্রেম চুম্বন শেষে দিলা চন্দ্রাননে ॥
সলাপ-হসিতা সতী কান্ত-প্রাণেশ্বরী,
ভর্ত্তৃ-প্রেম-পুলকিতা সুকন্যা সুন্দরী ॥

৩৭শৎ স্তবক।

সজ্জিতা ভূষণে স্বর্গ-বিদ্যাধরী-সমা,
নৃপেন্দ্র-নন্দিনী যেন ইন্দিরা-প্রতিমা ॥
শরদিন্দু-নিভাননী পঙ্কজ-লোচনা,
লজ্জিত-সুহাস্য-মুখী সস্মিত-নয়না ॥
প্রেমানন্দ-পরিপ্লুত-সুপবিত্র-হৃদে,
পুণ্য-বতী প্রণমিলা পূজ্য-পতি-পদে ॥
সমুজ্জ্বল-বিভূষণে পতি-যোগ্যা সতী,
সুরূপা-যৌবনে যথা সতী-যোগ্য পতি ॥
ধরিয়া সতীরে বক্ষে মহর্ষি সভ্রমে,
ভাষিলা, "হৃদয়েশ্বরী তুমি প্রিয়তমে ॥
সম্পদ-সুখ-দায়িনী, জীবন-সঙ্গিনী,
দয়িত-বক্ষ-বাসিনী তুমি চন্দ্রাননি ॥
এ নব-সংসারে মম দেবী-রূপে সতি,
মম গৃহাশ্রম-লক্ষ্মী তুমি পুণ্য-বতি ॥
তোমারি' সতীত্ব-বলে পদ্ম-নেত্র মম,
যৌবন-সংযুত কান্ত-মূর্ত্তি দেবোপম ॥

তোমারি' সতীত্ব-ফলে, প্রীতা মহেশ্বরী
এ সুখ-সম্পদ সর্ব্ব দিলা শুভঙ্করী ॥

বহু তপশ্চর্য্যা-ফলে, জগদম্বা-বরে,
অর্দ্ধাঙ্গিনী তোমা' সতি। পেয়েছি সংসারে ॥"

উত্তরিলা স্মিত-মুখী তাপস-প্রেয়সী,
"হৃদয়-ঈশ্বর প্রভো। আমি তব দাসী ॥

বহু-জন্ম-পুণ্য-ফলে আমি ভাগ্যবতী
প্রাপিতা ও পদ-যুগে প্রীতি-ভক্তি-মতী।

অন্তরে বাসনা শুধু' চরণ-সাধনা,
ও পদ-পঙ্কজ বিনা আমি শক্তি-হীনা।

শুভ-সংঘটিত যেবা আজি যতি-পতে।
তব তপঃ-শক্তি শুধু'-নিমিত্ত তাহাতে ॥

শ্রেষ্ঠ তব তপোবলে তুষ্টা ভগবতী,
ইষ্ট তাই পতি-কোলে আমি ভাগ্য-বতী ॥

অন্তরে কামনা মম, জগদম্বা-বরে,
শ্রীচরণে দাসী যেন রহি' চির-তরে ॥"

৩৮-শৎ স্তবক।

হেন রূপে তপস্বিনী ভূপেন্দ্র-নন্দিনী,
সতীত্ব-প্রভাবে সর্ব্ব-সৌভাগ্য-শালিনী ॥
সুকন্যার সতী-ধর্ম্ম পূর্ণ এবে ভবে,
সর্ব্বানন্দময়ী সতী সতীত্ব-প্রভাবে ॥
সতীত্ব-প্রভাবে পুণ্যা সুখ-ভাগ্য-বতী,
যতি-শ্রেষ্ঠ মহাতপা কাম্য-রূপী পতি ॥
সতীত্ব-প্রভাবে হেন অপূর্ব্ব-ঘটনা,
জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ-দেহে যৌবন-রচনা ॥
কণ্টক-প্রযুক্ত অক্ষি সতীত্ব-প্রভাবে,
পঙ্কজ-লোচন দিব্য, পূর্ণ দেব-ভাবে ॥
সতীত্ব-প্রভাবে পুনঃ বিচিত্রা এ লীলা,
সৌধ-রূপে প্রতিপন্ন জীর্ণ পর্ণ-শালা ॥
সতীত্ব-প্রভাবে তথা ব্যক্ত ধরা'পরি,
নন্দন-কানন-শোভা, স্বর্গীয় মাধুরি ॥
রূপ-গুণ-বেশ-ভূষা-ধন-ধান্য-যুতা
সতীত্ব-প্রভাবে সতী সর্ব্ব-সুখান্বিতা ॥

শান্তি-সুখ-পুণ্য-ক্ষেত্র পবিত্র-সংসারে,
সর্ব্বাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ এবে অন্ন-পূর্ণা-বরে !!
জগদম্বা-পদ-যুগে অর্পি' মতি-রতি,
পবিত্র-গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম সাধিলা দম্পতি !!
আচরিলা শ্রৌত-পুণ্য-কর্ম্ম নিরুপম,
জগদম্বা-সংসারের দাস দাসী সম !!
বিহিত সংসার-কার্য্য যাহা কিছু কৃত,
পরাম্বিকা-প্রীতি তরে, অন্তরে বিদিত !!
বাহ্য-সম্ভোগের দ্রব্য পরিলব্ধ যাহা,
অম্বিকা-চরণে অগ্রে নিবেদিত তাহা !!
যাবতীয় ভোগ্য-বস্তু, সানন্দ অন্তরে,
অন্নদা-প্রসাদ-রূপে গৃহীত তৎপরে !!
হেন ভাবে সমর্পিয়া আত্ম-মতি-রতি
জগদম্বা-পদ-যুগে যুগল দম্পতি,—
সাধিলা সংসার-ধর্ম্ম নিষ্কাম-বিহিত,
কর্ম্ম-যোগ ভোগ-সনে, জ্ঞান-ভক্তি-যুত !!

৩৯শৎ স্তবক।

একদা এ হেন কালে নৃপেন্দ্র-ভবনে,
চিন্তাকুলা রাজ্ঞীগণ সুকন্যা-কারণে।
পুত্রী-বিরহ-বিধুরা শর্য্যাতি-মহিষী,
সম্ভাষিলা নৃপ-বরে অক্ষি-নীরে ভাসি'!—
"হেরিনি' রাজন্। মোরা কন্যা শুভাননী,
কত দিন শুনিনি' সে ইন্দু-মুখ-বাণী।
প্রদানিয়া দুহিতারে বৃদ্ধ অন্ধ বরে,
সেই যে আসিনু' তারে বিসর্জ্জি' কুটীরে!
ভূষণ-বিহীনা শুদ্ধ সিন্দূর-শোভনা,
সেই যে হেরিনু' তারে বল্কল-বসনা॥
বক্ষেতে রাজন্। মোরা পাষাণ বাঁধিয়া,
কনক-প্রতিমা বনে দিনু' ভাসাইয়া॥
না জানি, সুকন্যা সেথা' অন্ধ-পতি সনে,
কষ্টে কত পায় আহা! নির্জ্জন কাননে॥
না শুনি' অধীর চিত্ত দুহিতা-বারতা,
না জানি স্বামিন্! কন্যা জীবিতা কি—॥

যন্ত্রণা [redacted] আর না পারি সহিতে !
কন্তারে না হেরি', গৃহে না পারি রহিতে !!
সত্বর লইয়া চল' আশ্রম-কাননে,
হেরিব রাজন্ ! পুনঃ সুকন্যা-রতনে !!"
মহিষী-করুণ-বাক্যে দুঃখিত অন্তরে,
যাত্রা-আয়োজন নৃপ করিলা তৎপরে !
স্যন্দন-শিবিকা-যানে রাজ্ঞীগণ সনে,
সমাগত যথা কালে আশ্রম-কাননে।
রাজ্ঞীগণে রক্ষি' তথা অদূর-প্রান্তরে,
নৃপবর-প্রবেশিলা অরণ্য মাঝারে।
সম্মুখে বিচিত্র দৃশ্য বিস্ময়ে হেরিলা,
পর্ণ-শালা পরিবর্ত্তে দিব্য-সৌধ-মালা !!
সুশোভিত পুষ্পোদ্যান প্রস্ফুট-কুসুমে,
হেরিয়া নৃপেন্দ্র মুগ্ধ চিত্তের বিভ্রমে।
চিন্তিত-হৃদয়ে নৃপ বিস্মিত-অন্তরে,
প্রবেশিলা ধীরে ধীরে উদ্যান ভিতরে !!

৪০শৎ স্তবক।

ক্ষণ পরে কিমাশ্চর্য্য হেরিলা নৃপতি,
সুবেশ-ভূষণোজ্জ্বলা সুকন্যা-যুবতি।
সৌধ-দেহলিতে দৃষ্টা সুন্দরী দুহিতা,
সুন্দর যুবক সনে হাস্যালাপ-রতা।
দুঃসহ এ দৃশ্য পরিলক্ষিত যেমনি,
মস্তকে আবিদ্ধ যেন সহস্র অশনি।
মর্ম্মাহত-চিত্তে নৃপ চিন্তিতে লাগিলা,—
"কুল-কলঙ্কিনী কন্যা এ হেন দুঃশীলা।
যৌবন-কামনাতুরা ধর্ম্ম নিজ ভুলি'
সুন্দর যুবক সনে প্রমত্তা পুংশ্চলী।
হত্যা বুঝি করি' তবে অন্ধ বৃদ্ধ পতি,
আত্ম-দান যুব-জারে করিলা অসতী।
বুঝিনু' কেমনে কন্যা সুসজ্জা-ভূষণা!
বুঝিনু' কিরূপে দুষ্টা সুরম্য-সদনা॥
ধিক্ মম রাজ্য-ধনে, ধিক্ এ জীবনে,
দুশ্চারিণী হেন কন্যা হেরিনু' নয়নে॥"

পিতৃ-বরে সেই ক্ষণে হেরি' নৃপ-সুতা,
ত্বরিত কুসুমোদ্যানে সুখ-সমাগতা !
প্রণমিতে শুচি-স্মিতা জনক-চরণে,
কহিলা নৃপেন্দ্র দৃঢ়-পরুষ-বচনে !—
"না কর' পরশ মোরে কুল-কলঙ্কিনি !
অসতি ! পতি-ত্যাগিনি ! জার-বিলাসিনি !
তপোনিষ্ঠ ঋষি-শ্রেষ্ঠ কোথা' তব পতি ?
যুবক সম্পদ-শালী কে তব অসতি ?
বিনাশি' ঋষিরে বুঝি দুষ্টে ! কামুকিনি !
লভিয়াছ যুব-পতি দুষ্কৃত-কারিণি !!
দুশ্চারিণি ! তোর কিবা লজ্জা নাহি ভয়ে ?
বল্কল-অজিন-সজ্জা কোথা' তোর এবে ?
ইহাপেক্ষা মৃতা তোরে হেরি' পতি-পদে,
অপূর্ব্ব আনন্দ আজি লভিতাম হৃদে !!
কুলটে ! কুল-পাংশুলে ! কি কার্য্য করিলি ?
সুপ্রসিদ্ধ মনু-বংশ কলঙ্কে ডুবা'লি !!"

৪১শৎ স্তবক।

ভাষিলা শঙ্কিত-মুখী সুকন্যা সুন্দরী,
"ও কি কথা কহ' পিতঃ! বুঝিতে না পারি।

অকারণে চিত্তে তব ভ্রম-মলিনতা,
আমি যে সুকন্যা পিতঃ! তোমারি দুহিতা।

মনু-বংশে জাতা যেবা ভূপেন্দ্র-নন্দিনী,
হো'তে কি সে পারে পিতঃ! কুল-কলঙ্কিনী?

সত্য-সন্ধ পিতা যা'র সতী যা'র মাতা,
হো'তে কি সে পারে পিতঃ! অসতী কুব্রতা?

যতি-শ্রেষ্ঠ মহাতপা ঋষি যা'র পতি,
হো'তে কি সে পারে পিতঃ! পাপিষ্ঠা অসতী?

সতী-ধর্ম্ম-পরায়ণা আমি তব সুতা!
পতি-ব্রতা পতি-রতা তাপস-বনিতা!

কন্যা-সম্প্রদান পিতঃ! করিলা যাঁহারে,
সেই ঋষি-শ্রেষ্ঠ মম স্বামী চিরতরে!

দৈব-বরে যুব-দেহ বৃদ্ধ পতি মম;
রূপবান্ পদ্ম-নেত্র দেব-পুত্রোপম।

ভর্ত্তৃ-তপোবল-প্রীতা অম্বিকার বরে,
সুগৃহ সম্পদ-রাশি প্রাপ্ত-ধরা 'পরে।
অনুমানি তব পিতঃ। রূপজ-সংশয়ে,
সন্দেহ-বিভ্রম হেন সঞ্জাত হৃদয়ে॥
আশ্রম-মন্দিরে পিতঃ! চল শীঘ্র-গতি
হেরিবে তাপস-শ্রেষ্ঠ ইষ্ট-মম পতি!
শ্রবণে সকল বার্ত্তা মহর্ষি-বদনে,
নিশ্চয় সংশয়-ভ্রান্তি রহিবে না মনে॥"

কারুণ্য-সজল-নেত্রে ভাষিলা নৃপতি,
"সন্দেহ নাহিক কন্যে! আর তব প্রতি।
রূপজ-সংশয়ে আজি চিত্ত-ভ্রম-ঘোরে,
অযুক্ত পরুষ-বাক্য সমুক্ত তোমারে।
না কর' সে জন্য শুভে। অন্য কিছু মনে,
সুশীলে সুকন্যে। তুমি ধন্যা ত্রিভুবনে॥
সত্বর লইয়া চল' ভর্ত্তার সংসদে,
প্রার্থনা করিব ক্ষমা পূজ্য-ঋষি-পদে॥"

৪২শং স্তবক।

পঙ্কজ-বদনা সতী প্রফুল্ল অন্তরে,
পিতৃ-সনে সমাগতা আশ্রম-মন্দিরে।
সলজ্জ-সুহাস্য-মুখী নৃপেন্দ্র-নন্দিনী,
দাঁড়াইলা নাতিদূরে ইন্দিরা-রূপিণী।
বিস্ময়ে হেরিলা নৃপ দেব-পুত্র-সম,
সহাস্য তাপসে দিব্য কান্তি নিরুপম।
ভক্তি-ভরে দণ্ডবৎ প্রণমি' চরণে,
যুক্ত-করে উক্তি হেন করিলা সুমনে!
"সর্ব্ব ভব জ্ঞাত বিভো! ত্রিকালজ্ঞ তুমি,
অজ্ঞানে চরণ-পদ্মে অপরাধী আমি।
না বুঝি' প্রকৃত তথ্য স্থূল-দৃষ্টি-ভ্রমে
চিন্তিয়াছি মন্দ-কথা স্বর্গীয়-আশ্রমে!
সহসা অন্তর হো'তে হেরি' ঋষীশ্বরে,
যুব-দেহ অন্য কেহ, সন্দেহ অন্তরে!
সুপবিত্র পুণ্য-ক্ষেত্র, অবিশুদ্ধ-হৃদে,
ভাবিয়াছি অপবিত্র কশ্মল-প্রমাদে!

রূপাঙ্গ-সন্দেহে প্রভো! সামর্ষ অন্তরে
ভাবিয়াছি দুশ্চারিণী স্বীয় নন্দিনীরে ॥
ভুলিয়া ভ্রমান্ধ! তব তপঃশক্তি-ছটা,
ভাবিয়াছি মনোভ্রমে কন্যারে কুলটা ॥
কোমল-অন্তরে কষ্ট দিয়া অবিচারে,
কহিয়াছি কত কটু-বাক্য দুহিতারে।
সতী-ধর্ম্ম-রতা সাধ্বী সতী পতি-ব্রতা,
অকারণে অবজ্ঞাতা তাপস-বনিতা ॥
অবিদ্যা-কলুষ-ভ্রান্তি-সম্মোহিত-চিতে,
তব তপঃশক্তি প্রভো! নারিনু' বুঝিতে।
আশ্রমে হেরিয়া' হেন স্বর্গীয়-সুষমা,
চিত্তে মম প্রতিভাত সংসার-কালিমা ॥
ব্যলীক সঞ্জাত মম অলীক-সংশয়ে,
ক্ষম' অপরাধ বিভো! সদয়-হৃদয়ে ॥
বাঙ্মন-ইন্দ্রিয়-কৃত দুষ্কৃত অজ্ঞানে,
ক্ষম' দেব কৃপানিধে! প্রণমি চরণে ॥"

৪৩শং স্তবক।

সহাস্য-বদন ঋষি-দেব-তুল্য রূপে,
ভাষিলা মধুর-কণ্ঠে আশ্বাসিয়া ভূপে !—
"উত্তিষ্ঠ রাজন্ ! পরিত্যজ' আত্ম-গ্লানি,
সুপ্রসন্ন চিত্ত মম শুনি' তব বাণী !

প্রত্যক্ষিয়া নব-দৃশ্য অদ্য মমাশ্রমে,
সঞ্জাত সন্দেহ তব চক্ষুর্জ-বিভ্রমে !

পিতৃত্ব-স্বভাব-গুণে, শুদ্ধ ভ্রম-ঘোরে,
সমুক্ত কর্কশ-বাক্য সাধ্বী দুহিতারে !
সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত চিত্ত তব হেরি'
গুরু অপরাধী তোমা' চিত্তিতে না পারি !

চিত্ত তব মুগ্ধ নৃপ ! শুদ্ধ ভ্রান্তি-বশে,
ভ্রান্তি বিনা অপরাধী নহ অন্য দোষে !

তত্রাপি নাস্তিক তব কর্ম্ম-দোষ তথা,
ভ্রান্তি হেন স্বাভাবিকী, বিজ্ঞাত সর্ব্বথা।
কল্পনা-অতীত হেন দৃশ্য ধরা'পরে,
সন্দেহ ব্যতীত কেবা বিশ্বসিতে পারে ?

জরা-গ্রস্ত বৃদ্ধ-দেহে যৌবন-যোজনা,
অন্ধের নয়নে পদ্ম-লোচন-রচনা।
বার্দ্ধক্য-জর্জ্জর-দেহে দিব্য-কান্তি-ভাতি,
রম্য-হর্ম্ম্য-রূপে পর্ণ-শালা-পরিণতি।
ধন-ধান্য-রত্ন-রাজি তপস্বী-কুটীরে,
নন্দন-কানন-শোভা ধরিত্রী উপরে!
অজিন-বল্কল-বাসা তাপস-গৃহিণী,
সুবেশ-ভূষণা হেন ইন্দিরা-রূপিনী!
অচিন্ত্য এ দৃশ্যাবলি হেরি' ধরা'পরে,
নিঃসংশয়ে কার সাধ্য বিশ্বসিতে পারে?
সত্য-ব্রতা আত্মজার শুনি' সত্য কথা,
সম্ভবতঃ ভ্রান্তি তব অন্তরিত তথা,
সুপূর্ণ বিশ্বাস তুর হেরি' সত্য প্রতি,
লভিনু' নৃপেন্দ্র! চিত্তে পরমা সম্প্রীতি।
সংঘটিত এ সমস্ত সুবিচিত্র-ভাবে,
ক্ষিতি-পতে! তব কন্যা-সতীত্ব-প্রভাবে!!"

৪৪শৎ স্তবক।

অতঃপর ঋষি-শ্রেষ্ঠ দিব্য-দেহ-ধারী,
আমূল সমস্ত কথা কহিলা বিস্তারি'।—
উপেক্ষিয়া দেব-পুত্র-প্রলোভন-বাণী,
কিরূপে সতীত্ব রক্ষা করিলা কল্যাণী!
কিরূপে তপস্বী-দেহে দেবোপম-দ্যুতি,
সঙ্কটে কেমনে পুনঃ সমুত্তীর্ণা সতী!
কিরূপে সুরম্য-হর্ম্ম্য জীর্ণ-পর্ণ-শালা,
কেমনে অঙ্গনা-কান্তি ভূষণ-প্রোজ্জ্বলা॥
ধন-ধান্য পরিপূর্ণ নির্ধন কুটীরে,
কেমনে সম্পদ-রাশি জগদম্বা-বরে॥
বর্ণিলা সমস্ত কথা সহস্র-বদনে,
শ্রবণে আনন্দ-অশ্রু নৃপেন্দ্র-নয়নে॥
অবশেষে তাপসেন্দ্র ভাষিলা সুস্বরে,—
"প্রলব্ধ এ সর্ব্ব তব আত্মজার তরে।
সতীত্ব-মহিমা হেন অজ্ঞাত জগতে,
ত্রিভুবন-ধন্যা তব কন্যা মহী-পতে॥

অপূর্ব্ব তব দুহিতা-সতীত্ব-প্রভাবে,
বিচিত্র-ঘটনাবলি সংঘটিত ভবে ॥

সুকন্যা-সতীত্ব হেরি' তুষ্টা মহেশ্বরী,
সর্ব্ব-শুভ বিধানিলা সর্ব্ব-শুভঙ্করী ॥

কটাক্ষে কোটি-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি-ক্ষমা যেবা,
বিচিত্র তাঁহার পক্ষে বিশ্ব-ধামে কিবা ?
অথবা আব্রহ্ম-স্তম্ব যা' কিছু সংসারে,
আশ্চর্য্য নহেক কিবা বিশ্ব-চরাচরে ?

অনন্ত-শক্তি-রূপিণী ব্রহ্মাণ্ড-জননী,
অনাদ্যা অচিন্ত্য-রূপা বিশ্ব-প্রসবিনী ॥

দুর্জ্ঞেয়া তাঁহার শক্তি সৈকত-রেণুতে।
অবোধ্য তাঁহার কার্য্য অনন্ত জগতে ॥

সতী-প্রাণা জগদম্বা সর্ব্ব-শুভঙ্করী
দর্শাইলা **সতী-ধর্ম্ম**-গৌরব ঈশ্বরী ॥

ক্ষিতি-পতে। তব কন্যা-সতী-ধর্ম্ম-প্রভা,
প্রদ্যোতিত র'বে ভবে চরিত্র-প্রতিভা ॥"

৪৫শৎ স্তবক।

সলজ্জ-হসিতা সতী পঙ্কজ-বদনা,
ভাষিলা জনক প্রতি বিনম্র-বচনা।—
"মহর্ষি-বদনে পিতঃ! সমাদিষ্ট যাহা,
মম প্রতি কারুণ্য-জনিত শুদ্ধ তাহা!
অপ্রমেয়-অনুগ্রহ-পূর্ণ তাঁ'র হিয়া!
পিতঃ! তব কন্যারে অনন্ত তাঁ'র দয়া!!
শঙ্করী-করুণা-লাভে সতীত্ব-প্রভাবে,
স্বতন্ত্রা আমার শক্তি কভু না সম্ভবে!
সংঘটিত যাহা কিছু অম্বদা-কৃপাতে,
তাপসেন্দ্র-তপঃশক্তি নিমিত্ত তাহাতে!!
নিগুর্ণা অবলা আমি ভক্তি-জ্ঞান-হীনা,
অক্ষমা লভিতে জগদম্বার করুণা!!
সত্য মম সাধ্বী-ধর্ম্ম রক্ষিত সর্ব্বথা,
সতীত্ব নারীর পক্ষে বিচিত্র কি কথা?
স্বভাবজ নারী-ধর্ম্ম পবিত্র সংসারে,
মহত্ত্ব নারীর কিবা সতীত্বের তরে?

তাপসেন্দ্র পতি যা'র, সত্য-সন্ধ পিতা,
সতীত্ব কি তা'র পক্ষে অপূর্ব্ব-বারতা ?

সাধ্বী সতী মাতা যা'র পতি-ভাগ্য-বতী,
সতীত্ব কি তা'র পক্ষে বিচিত্র ভারতী ?

শুদ্ধ মম পিতৃ-মাতৃ-আশীর্ব্বাদ-ফলে,
সতীত্ব রক্ষিত পিতঃ ! পতি-শক্তি-বলে !!

তাপসেন্দ্র-তপস্তুষ্টা ত্রৈলোক্য-জননী
সর্ব্ব-শুভ প্রসাধিলা বিশ্ব-বিধায়িনী !!

পতি-পুণ্য-শক্তি-বলে, ধর্ম্মের সংসারে,
সতী-ধর্ম্ম পূর্ণ মম, জগদম্বা-বরে !!

নাহি পিতঃ। ইথে মম গৌরব-গরিমা,
ব্যক্ত শুধু ভক্তি-প্রীতা শক্তিরই মহিমা !!

পরম-আনন্দ পিতঃ। আজি মম মনে,
বহু দিন পরে তব চরণ-দর্শনে।

অন্তরে ভাবনা পিতঃ। উচ্ছলিত এবে,
স্নেহময়ী মাতৃ-গণে নেহারিব কবে !!"

৪৬শং স্তবক।

কহিতে কহিতে সতী বাষ্পিত-নয়না,
ক্ষৌমাম্বর-বরাঞ্চলে আবৃত-বদনা !
উদ্বেলিত চিত্তাবেগে সুন্দরী অধীরা,
গণ্ড-যুগ প্রবাহিত নেত্র-বারি-ধারা !
হেরিয়া ক্লিশিত-চিত্তে শর্য্যাতি নৃপতি,
ভাষিলা করুণ-কণ্ঠে আত্মজার প্রতি !—
"সম্বর' রোদন বৎসে ! অন্তর-বেদনা !
পূর্ণ হ'বে ক্ষণ-মধ্যে সর্ব্ব-সুবাসনা !
পতি-ব্রতে ! অয়ি কন্যে ! মাতৃ-ভক্তি-রতে !
ক্ষণ-মধ্যে জননীরে হেরিবে সুব্রতে !!
অদর্শনে পুণ্যবতী-ফুল্ল-মুখ-শশি,
কন্যে ! তব মাতৃ-বক্ষে দুঃখ দিবানিশি !
তব জন্য চিন্তাকুলা ব্যাকুল-অন্তরা,
মাতৃ-গণ-বক্ষে শুধু অক্ষি-জল-ধারা !!
অবশেষে অদ্য তাঁ'রা অধীর-অন্তরে,
সঙ্গে মম সমাগতা কানন-প্রান্তরে !!

মহর্ষি-আদেশে শুভে! আশ্রম-কাননে,
আনিব এক্ষণি' সবে তব মাতৃ-গণে।
হেরিবে এখনি' কন্যে। যতেক জননী,
নিবার' নয়ন-অশ্রু সুচারু-হাসিনি॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব তব সতীত্ব-বারতা,
হবেন জননীগণে কত সুখান্বিতা!
দেব-পুত্রো-পম হেরি' তাপস-প্রবরে,
ইন্দিরা-রূপিণী তথা হেরি' দুহিতারে!—
আশ্রম-কাননে হেরি' স্বর্গীয়-সুষমা,
কন্যা-গৃহে হেরি' অন্ন-পূর্ণার মহিমা।—
বৎসে! তব মাতৃ-গণ-চিত্তে স্নেহ-যুত,
আনন্দ-তরঙ্গ-রাশি উচ্ছলিবে কত!!
অবোধ্য ব্রহ্মান্। তব তপঃশক্তি-প্রভা!
অলৌকিকী তব প্রভো! ভক্তির প্রতিভা!
বিজ্ঞাত মহর্ষে! মম চিত্তে এতদিনে,
কন্যা-দান তব পদে কৃত শুভ-ক্ষণে!!"

৪৭শৎ স্তবক।

প্রণমি' মহর্ষি-পদে নৃপ ত্বরান্বিত,
কানন-প্রান্তর-দেশে সুখে প্রত্যাগত !
আনন্দ-কম্পিত-কণ্ঠে রাজ্ঞী-গণ পাশে
বর্ণিলা সমস্ত কথা চিত্তের উল্লাসে।
প্রোৎকণ্ঠিতা মাতৃ-গণ বিস্মিত-বদনা,
বিমুগ্ধ হৃদয়োচ্ছ্বাসে সুখাশ্রু-নয়না !!

পরম স্নেহের কন্যা সুকন্যা সুন্দরী,
সর্ব্ব-শুভ-বার্ত্তা এবে আকর্ণন করি',
আনন্দে জননী-বক্ষ হো'লো উদ্বেলিত,
তরঙ্গে নয়ন-ধারা, হৃদয় প্লাবিত !!

দর্শনে সে দেব-রূপী জামাতার সনে,
মাণিক্য-ভূষণা সতী দুহিতা-রতনে,—
সমুৎসুক-চিত্তা সবে নৃপতি-ললনা,
পতি-সনে বন-মাঝে ত্বরিত-গমনা !!

চকিত-চপল-চিত্তে চঞ্চল-চরণে,
উপনীতা নন্দিনীর নন্দন-কাননে !

সুরঞ্জিত পুষ্পোদ্যানে, স্বর্গীয়-সুষমা,
সৌরভ-সংশ্রিত দিব্য নিসর্গ-মহিমা ॥
বিহঙ্গ-কূজিত রম্য পুষ্পিত সে বনে,
সৌধ-মালা বিমণ্ডিত পর্ণ-শালা স্থানে।
স্বপ্নের কল্পনাতীত ইন্দ্র-জাল সম
হেরিয়া সে সুবিচিত্র দৃশ্য নিরুপম,—
আনন্দ-বিভ্রম-মোহে অন্তরে চঞ্চলা
প্রোল্লসিতা রাজ্ঞীগণ বিস্ময়-বিহ্বলা।
সাত্ত্বিকী সে শোভা হেরি' আশ্রম-কাননে,
ভক্তি-বারি উচ্ছলিত অম্বা-গণ-মনে ॥
স্বর্গীয়-সৌরভ-করে বৃক্ষ-লতা মাখা,
অম্বিকা-করুণা যেন পত্রে পুষ্পে লেখা ॥
উজ্জ্বল-স্ফটিকে শুভ্র-সৌধ-মালা-দ্যুতি,
দীপ্ত তাহে সুকন্যার সতীত্বের জ্যোতি ॥
আত্মজা-গৌরব-পূর্ণ ভক্তি-সিক্ত-প্রাণে,
রাজ্ঞী-গণ প্রবেশিলা মন্দির-প্রাঙ্গণে ॥

৪৮-শৎ স্তবক।

দূর হো'তে স্নেহময়ী মাতৃগণে হেরি',—
ঝটিতি বহিরাগতা সুকন্যা সুন্দরী।

ক্ষৌমাম্বর-বৃতা সতী, ত্বরিত-চরণা,
উজ্জ্বল-হিরণ্য-মণি-মাণিক্য-ভূষণা।

দীপ্ত যেন চারিদিক সুবেশ ভূষণে
দীপ্ত আরো বর-বিভা শশাঙ্ক-বদনে।

প্রদ্যোতিত বিভূষণে বরদেহ-প্রভা,
বক্ষোপরি অকলঙ্ক শশাঙ্ক-প্রতিভা।

বিলোকিতা তদা সতী দেব-কন্যা-সমা,
শশাঙ্ক-বদনে আঁকা স্বর্গীয়-সুষমা।

প্রস্ফুট-পঙ্কজ-মুখে হাস্য-মাখা দ্যুতি,
শশাঙ্ক-অমিয়া-মাখা সতীত্বের জ্যোতি।

দেখিতে দেখিতে অহো! অশ্রু আঁখিকোণে,
হাস্য-ছটা লুকাইল শশাঙ্ক-বদনে।

উথলি' উঠিল হিয়া 'মা' বলি' ডাকিতে,
উছলি' পড়িল হিয়া নয়ন-ধারাতে॥

মাতৃগণে হেরি' সতী উঠিলা কাঁদিয়া।
"মা মা" কথা আধো-মুখে রহিল বাধিয়া।
মর্ম্মগাথা-অশ্রুধারা-অভিষিক্ত বুকে,
মাতৃ-পদ-ধূলি সতী, লইলা মস্তকে।
ক্ষণ তরে আত্মহারা মাতৃগণ তথা,
সুখাশ্রু-প্রবাহে ভে'সে গেল মর্ম্ম-কথা॥

বহুদিন পরে হেরি' দুহিতা-রতনে,
আনন্দ ধরে না আজি জননী-পরাণে।
ব্যক্ত নাহি হয় বাক্যে সে আনন্দ-গাথা,
মর্ম্ম-মাথা অশ্রু-জলে উক্ত যত কথা॥

অপার্থিব, অকৃত্রিম, অপূর্ব্ব, ভুবনে,
অবাচ্য অপত্য-স্নেহ জননীর প্রাণে।
বক্ষে ধরি' দুহিতারে মাতৃগণ তথা,
সঙ্কেতে কহিলা কত অশ্রুময় কথা।
"এসো মা, এসো মা"-বলি' বাষ্পিত-লোচনে,
সস্নেহ-চুম্বন দিলা শশাঙ্ক-বদনে॥

৪৯শৎ স্তবক।

ভাষিলা কম্পিত-কণ্ঠে যতেক জননী,
"এসো মা সুকন্যে! বুকে মম বক্ষ-মণি!
না হে'রে তোমারে, চির-সন্তাপিত হিয়া,
এসো মা অন্তর-ব্যথা দাও জুড়াইয়া॥
তাপিত জননী-বক্ষে, সুকন্যে সুব্রতে।
এসো মা, স্নেহরূপিণি! সতি পতিব্রতে॥
পতি-ভাগ্য-বতি, ভক্তি-মতি, সতীশ্বরি!
এসো মা হৃদয়োপরি সুতে শুভঙ্করি॥
সর্ব্ব-শুভ-ময়ি অয়ি সর্ব্ব-তাপ-হরে!
এসো মা আনন্দ-ময়ি! মম বক্ষ'পরে॥
ত্রিভুবন-ধন্যা তুমি কন্যে-স্বরূপিণি।
চিরায়ুষ্কা রহ' সতি, পতি-গৌরবিণী!
সতীত্ব-প্রতিভা-ময়ী তুমি মা অবরা!
সুকন্যে! তোমার জন্য ভাগ্যবতী মোরা॥
ত্রিদিব-দুর্লভ তব সতীত্ব-গৌরবে,
জননী বলিয়া মোরা গৌরবিণী ভবে॥

সতীত্বের দীপ্তি তব, ভাস্কর-বিকাশে।
সতীত্বের সাক্ষী তব শশাঙ্ক আকাশে ॥

সতীতের জ্যোতিঃ তব পঙ্কজ-নয়নে,
সতীত্ব-প্রতিভা তব শশাঙ্ক-বদনে ॥

সতীত্বের সাক্ষ্য তব যতেক ঘটনা,—
সতীত্বের সাক্ষ্য তব ঈশ্বরী-করুণা ॥

অলোক-সামান্যে, পুণ্যে, সুকন্যে সুন্দরি!
'মা' বো'লে এসো মা কোলে অয়ি সতীশ্বরি!

কত দিন সেই তোমা রাখি' গিয়া-বনে,
'মা' কথা শুনিনি' মোরা শশাঙ্ক-বদনে ॥

নিদ্রাযোগে শুধু মোরা অস্থির পরাণে,
'মা' কথা শশাঙ্ক-মুখে শুনেছি স্বপনে ॥

দিবানিশি স্মরি' তোমা, কেটেছি কাঁদিয়া,—
শশাঙ্ক-বদন খানি, স্বপনে হেরিয়া ॥

তাই মা, এসেছি আজি আশ্রম-কাননে,—
'মা' কথা শুনিতে পুনঃ ও চন্দ্র-বদনে ॥"

৫০শৎ স্তবক।

ভাষিলা সুকন্যা সতী মাতৃগণ-প্রিয়া,
অশ্রু-ধারা উভ' করে অঞ্চলে মুছিয়া !—
"না হে'রে মা তোমাদেরে বহু দিন তরে,
আমিও মা ব্যথা বড় পেয়েছি অন্তরে !
আমারও মা দিবা-নিশি হইত ভাবনা,
'মা' বো'লে মিটা'ব কবে প্রাণেরি বাসনা।
মনে মনে কত আশা কোরেছি জননি।
'মা' বো'লে কবে মা পুনঃ ডাকিব এমনি।
মধুর 'মা' নামে কত মাখা মা অমিয়া,
'মা' কথা বলিতে হিয়া যায় জুড়াইয়া।
'মা' কথা রসনা হোতে পশে মা মরমে,
ত্রিতাপ-অনল নিভে যায় মা'র নামে ॥
'মা' নাম সংসারে সর্ব্ব-সম্পদ-শুভদ,
শান্তি-স্নেহ-সুধামাখা সুখ-মোক্ষ-প্রদ ॥
চতুর্ব্বর্গ-ফল ভরা—তরী ভবার্ণবে,
ভব-ভয়-হর যে মা মা'র নাম ভবে ॥

তাই মা সন্তত কত 'মা' বো'লে কেঁদেছি।
স্বপনে এমনি কত 'মা' বো'লে ডেকেছি ॥
ভেবেছি মা তোমাদেরে দিবস-যামিনী,
ভোলা কি মা যায় কভু জনক-জননী ॥
স্নেহ-ময়ী মাতা মম স্নেহ-ময় পিতা,—
আমি যে মা তোমাদেরি স্নেহের দুহিতা ॥
যত দূরে যে ভাবে বা থাকি আমি যেথা',
দিবা-নিশি ভাবি যে মা তোমাদেরি কথা ॥
তোমাদেরি কন্যা বলি' ভাগ্য-বতী আমি,
বেদজ্ঞ তাপস-শ্রেষ্ঠ ঋষি মোর স্বামী ॥
তোমাদেরি আশীষে মা, স্বামীর সংসারে,
অভাব নাহিক কিছু জগদম্বা-বরে ॥
দেব-রূপী চিদানন্দ-ময় মোর স্বামী,
ভক্তিযুত-হৃদানন্দে দাসী তাঁর আমি ॥
সতী-সাধ্বী-পুণ্যবতী-মাতৃ-আশীর্ব্বাদে,
সতী-ধর্ম্ম পূর্ণ মম—অম্বিকা-প্রসাদে ॥"

৫১শং স্তবক।

এই রূপে কত কথা আশ্রম-প্রাঙ্গণে,
জননী-দুহিতা সনে আনন্দ-মিলনে !!

স্নেহ-ভরে মাতৃগণ অর্পিলা তৎপরে,
রত্ন-উপহার রাজি সুকন্যার করে।
এনেছিলা আরো কত, কন্যার লাগিয়া,
সুফল সুমিষ্ট আদি অঞ্চলে বাঁধিয়া !

সাগ্রহে সমস্ত দ্রব্য সহাস্য-বদনে,—
অঞ্চল পাতিয়া সতী লইলা যতনে !!

অবশেষে রাজ্ঞীগণ স্বস্তি-বাক্য সনে
রত্ন-সম্পুটক হো'তে সিন্দূর গ্রহণে,—
স্নেহ-ভরে সুকন্যার চিবুক ধরিয়া,
সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু দিলা উজলিয়া !!

সুন্দরী-সীমন্তে কিবা সিন্দূরের শোভা,
শশাঙ্ক-বদনে যেন বালার্ক-প্রতিভা।
সতীত্বের শুভ্র-জ্যোতিঃ দীপ্ত তার সনে,
হাস্য-মাখা অকলঙ্ক শশাঙ্ক-বদনে !!

কন্যা সহ রাজ্ঞীগণ সানন্দ-অন্তরে,
প্রবেশিলা ধীরে ধীরে জামাতৃমন্দিরে !
হেরিলা বিস্মিত-নেত্রে ভূষণ-মণ্ডিত,
দেব-রূপী জামাতারে সুরূপ-সংযুত ॥

স্বর্গীয়-লাবণ্য-মাখা তপঃ-শক্তি-প্রভা,
শশাঙ্ক-বদনে যেন সৌর-কর-বিভা ॥
সাত্ত্বিকী-মাধুরি-শোভা পঙ্কজ-লোচনে,
সত্য-জ্ঞান-ধর্ম্ম-আভা, শশাঙ্ক-বদনে ॥
শান্তি-প্রীতি-দ্যুতি-যুত, বিবেক-মণ্ডিত,
শশধর-মুখ খানি, কারুণ্য-বিদ্রুত ॥
শম-দম-প্রজ্ঞা সনে, ভক্তির লহরী,
শশধর-মুখে আঁকা শক্তির মাধুরি ॥
প্রস্ফুরিতা দৈবী-প্রভা সত্ত্ব-সমুজ্জ্বলা,
শশধর-মুখে মাখা, ঐশী-শক্তি-কলা ।
হেরিলা মহিষী সর্ব্বে সানন্দ-অন্তরে,
পূর্ণ-শশধর-রূপী, তাপসেন্দ্র-বরে ॥

৫২শৎ স্তবক।

প্রোল্লসিতা রাজ্ঞীগণ সুবিস্ময়-বতী,
ভক্তি-ভরে ঋষিবরে করিলা প্রণতি ॥
কম্পিত-করুণ-কণ্ঠে করিতে বন্দনা,—
অক্ষি-কোণে পরিস্রুত পুলকাশ্রু-কণা ॥
প্রপূর্ণ আনন্দ-রাশি, জননী-অন্তরে,
সুপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আজি জগদম্বা-বরে ॥
অম্বিকা-করুণা স্মরি' বাষ্পিত-লোচনা,
আনন্দ-প্রবাহ যেন অন্তরে ধরে না ॥
মর্ম্ম-কথা শত-ভাবে ভাষিলা জননী,
বর্ণিতে সে ভাব ভাষা, অক্ষমা লেখনী ॥
তাপসেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, ভূপেন্দ্রবালা তথা,
হৃদানন্দ-ইন্দু-করে সন্দিত সর্ব্বথা ॥
শান্তি, প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ-বাৎসল্য-প্রকৃতি,
কানন-মন্দিরে যেন শুভ-মূর্ত্তিমতী ॥
অবশেষে মাতৃগণ আনন্দ-বিহ্বলা,
দুহিতারে উদ্দেশিয়া এ হেন ভাষিলা ।—

"সাধ্বি! সতি! পতি-ব্রতে! সতীত্ব-সুযমে!
দাঁড়া' মা আনন্দময়ি! সদানন্দ বামে॥
সত্য-রূপী পতি-পাশে সতীত্ব-রূপিনি!
দাঁড়া' মা নেহারি তোরে পতি-বামাঙ্গিনী॥
দয়িতার্দ্ধ-দেহে! অয়ি কন্যে মনোরমে!
দাঁড়া' মা সুপূর্ণ-রূপে, পুণ্য-রূপী বামে॥
স্বর্গীয় এ পুণ্য-ধামে, স্বর্গীয়-সুবেশে,
দাঁড়া' মা ইন্দ্রাণী-রূপে দেবেন্দ্রের পাশে॥
'জ্ঞান' পার্শ্বে 'ভক্তি' রূপে সত্ত্ব-স্বরূপিনি!
শিব বামে শক্তিরূপে, দাঁড়া' মা অমনি॥
দাঁড়া' মা ক্ষণেক তরে, সতি শুভঙ্করি!
প্রাণ ভো'রে লই হে'রে যুগল-মাধুরি॥
আমরি, কি বর শোভা! পতি পার্শ্বে সতী!
শশাঙ্ক-শেখর পাশে, যথা হৈমবতী॥
সুকন্যে! সুপূর্ণা তব সতীত্ব-সাধনা,
শশাঙ্ক-শেখর-বরে সুপূর্ণা বাসনা॥"

সমাপ্ত।

প্রকাশকের মন্তব্য।

"সুকন্যা-চরিত" কাব্য-গ্রন্থ খানি বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তৎসমস্তই "শশাঙ্ক-শেখর-চতুষ্পাঠীর" ব্যয়-বিধানে স্থায়ী-মূলধন স্বরূপে প্রদত্ত হইবে। উক্ত চতুষ্পাঠী সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সম্বলিত বিজ্ঞাপন-লিপি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ও সর্ব্ব-সাধারণের বিজ্ঞপ্তি জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্ ।

শশাঙ্কশেখর চতুষ্পাঠী ।

গোপালপুর বীরভূম ।

মাননীয় সমস্ত গুরুজন, আত্মীয়-স্বজন ও সর্ব্বসাধারণের নিকট সুবিনীত নিবেদন এই যে তাঁহাদের অনুমতি সহকারে, অদ্য-১৩১২ সনের ১৬ই মাঘ, সোমবার,—শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজার শুভ-দিনে,—মদীয় বহির্ব্বাটিকাতে "শশাঙ্কশেখর-চতুষ্পাঠী" প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রী শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পিত হইল।

২। সৎপুত্র স্বর্গীয় শশাঙ্কশেখরের শোকসন্তপ্তা জননীর সুতীব্র অভিলাষ ও অনুরোধ ক্রমে চতুষ্পাঠীটির উক্ত নাম প্রদত্ত হইল। এবং ভগবদিচ্ছায় যতদিন ইহার ব্যয়ভার-বহনে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য থাকিবে, ততদিন উহা উক্ত নামেই পরিচিত হইবে।

৩। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চার অন্যতম কেন্দ্রস্থল, এবং আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রাভিজ্ঞ লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈদ্য-সমাজের ধর্ম্ম ও প্রতিষ্ঠার কর্ম্মক্ষেত্র, আমাদের জন্মভূমি গোপালপুর গ্রামের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃত বিদ্যার যথাসাধ্য পুনরুদ্ধার সাধন ও তৎসঙ্গে আমাদের পরম যত্নের ধন,—ধর্ম্মার্থ-প্রদ,—জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-প্রণালীর অনুশীলনাদি উদ্দেশ্যে এই "চতুষ্পাঠী" সংস্থাপিত হইল।

৪। স্বর্গীয় পুত্র শশাঙ্কশেখরের 'হাতে' শৈশবাবস্থা হইতে যাহা 'পড়িয়াছিল', তৎসমস্ত এই চতুষ্পাঠীর স্থায়ী মূলধন স্বরূপ প্রদত্ত হইল। ইহা চতুষ্পাঠীর নামে—সেবিংস্-ব্যাঙ্কে রক্ষিত হইবে।

৫। অত্রস্থ পূর্ব্ব চতুষ্পাঠীর সহিত বর্ত্তমান চতুষ্পাঠীর কোনরূপ সংশ্রব থাকিল না এবং নব-প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীটির ব্যয়ভারাদি জন্য কোন প্রকার চাঁদা সংগৃহীত হইবে না। তবে মূলধনস্বরূপ সঞ্চিত অর্থে—কেহ কিছু অনুগ্রহ পূর্ব্বক এককালীন দান করিলে তাহা পরম সমাদরে পরিগৃহীত হইবে।

৬। "শশাঙ্কশেখর চতুষ্পাঠী"—সম্পূর্ণরূপে অবৈতনিক হইবে। শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে কোনরূপ বেতন দিতে হইবে না। এবং দুই একটি ছাত্রের খাদ্যাদি সম্বন্ধে ব্যয়ভারও বহন করিবার সংকল্প থাকিল।

৭। শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মহাশয়,—১০।১২ টি বা তদ্রূপ যে কয়টি ছাত্রের সম্যক্‌রূপে অধ্যাপনা ও চরিত্র-গঠনে সমর্থ হইবেন, তত গুলি মাত্র ছাত্র চতুষ্পাঠী ভুক্ত করা হইবে। এবং সচ্চরিত্র, সুবুদ্ধিমান্, অধ্যয়নোৎসাহী ও কায়মনোবাক্যে সংস্কৃত-শিক্ষাভিলাষী বালকগণ মাত্র পাঠার্থে নির্ব্বাচিত হইবেন।

৮। মদীয় জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ দাসগুপ্ত অগ্রজ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া চতুষ্পাঠীটির তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার ভার লইয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বলা বাহুল্য,—শুদ্ধ তাঁহার

ও তৎকনিষ্ঠ পূজনীয় সদগ্রজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত (বি. এ.) ■ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ গুপ্ত (বি. এ.) মহোদয় দ্বয়ের সুচির-প্রদর্শিত স্নেহ-কারুণ্য সুধার অনন্ত প্রবাহ এবং তৎসঙ্গে—শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্র গুপ্ত (বি. এ.) প্রভৃতির হৃদয়-নিঃসৃত সহকারিতাদি গুণই, এই নব-প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীটির সঞ্জীবনী ও পুষ্টি-শক্তি।

৯। গ্রামস্থ সংস্কৃতবিদ্ ও আয়ুর্ব্বেদ-চিকিৎসক মাননীয় শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত কবিরাজ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কবিরাজ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কবিরাজ, শ্রীযুক্ত বামনদাস কবিরাজ, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র-নারায়ণ কবিরাজ, শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল কবিরাজ, * ■ * * প্রভৃতি এবং স্বগ্রাম ও ভিন্ন-গ্রামস্থ গুরুজন ও আত্মীয় বান্ধবাদি সকলেরই,—এই নবপ্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীটির প্রতি কারুণ্যদৃষ্টি ■ সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

১০। পরিশেষে নিবেদন,—এই গুরুতর কার্য্যটিতে—বার্ষিক অন্যূন তিন চারিশত টাকা ব্যয় হইতে পারে। মৎসদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কার্য্যটি দুঃসাধ্য হইলেও, শোকক্লিষ্টা সহধর্ম্মিণীর নির্ব্বন্ধাতি-শয্যে,—ও অন্যান্য বহুতর কারণে,—শুদ্ধ ভগবচ্চরণে ও সকলের স্নেহকারুণ্যে আত্মনির্ভর করতঃ,—জীবনের এই প্রধান একটি কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্রতী হইলাম। এক্ষণ, যাহাতে "শশাঙ্কশেখর-চতুষ্পাঠী" ভগবৎ প্রসাদে স্থায়ী হইয়া, শিব নামের গৌরব রক্ষাকরতঃ সর্ব্ব-শুভ-সাধনে সমর্থ হয়, পূজনার্হ ব্রাহ্মণ-পণ্ডলী ও সমস্ত গুরুজনের নিকট এই মাত্র আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি।

গোপালপুর, বীরভূম।
১৬ই মাঘ ১৩১২।

বিনয়াবনত—
শ্রীবলরাম দাস গুপ্ত (বি. এ.)।

"সুকন্যা-চরিত"-সমালোচনা।

"সুকন্যা-চরিত"—পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া লিখিত। কবি বিশেষ দক্ষতার সহিত সতীত্বের একখানি উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। সতীত্ব আমাদের 'স্বদেশী' দ্রব্য,—বিশেষ আদরের সামগ্রী; সতীত্ব-ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া কবিবর প্রকৃত স্বদেশানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। কত দিনে 'স্বদেশিতা'র এবম্বিধ অন্তর্লক্ষ্য হইবে?

কবিতাটী আদ্যোপান্ত বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহা একটি বর্ণনা-প্রধান কবিতা;—ইহাতে পদে পদে কবিত্ব আছে, কিন্তু অলঙ্কারের ছটা নাই,—অসম্বদ্ধ প্রলাপ নাই—অপ্রাসঙ্গিক অনর্থক বিষয় বর্ণন দ্বারা কবিতার কলেবর-পুষ্টির চেষ্টা নাই। কানন বর্ণন, সরোবর বর্ণন, পতি-সেবা বর্ণন, 'স্বামী' ও 'মা' শব্দের সার্থকতা-প্রতিপাদন,—সমস্তই অতি সুন্দর হইয়াছে এবং সংস্কৃতাভিজ্ঞতা ও কবিত্ব-শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিতেছে।

কবিতার ভাষা সুললিত, গম্ভীর এবং বিশুদ্ধ। এরূপ পবিত্র-ভাব-পূর্ণ কবিতা বঙ্গভাষায় অতি বিরল।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ.।
(বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগ।) ৫ই জুলাই ১৯০৬।

সুকন্যা-চরিত। শ্রীবলরাম দাস গুপ্ত বি এ. প্রণীত। এই পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। "সুকন্যা" যথার্থই সুকন্যা। সুকন্যা-চরিত" বা "সতীত্বের জয়" এই নামে পুস্তক অভিহিত হইলে ভাল হইত। রাজকন্যা হইয়াও সুখ-লালসা দূরে থাক্, আত্ম-বিসর্জ্জনই সুকন্যার জীবনের ব্রত ও ধর্ম্ম। যখন পিতা ও মাতাগণ, অন্ধ ও বৃদ্ধ চ্যবন-ঋষির সহিত সুকন্যার বিবাহের ঘোর বিরোধী, সুকন্যা স্বয়ং বলিতেছেন,—

"রক্ষিব সকলে আজি প্রীতি-পূর্ণ মনে
আত্ম দান করি' পিতঃ তাপস-চরণে !"

"কন্যা বরয়তে রূপং," কিন্তু সুকন্যা কি সামান্যা কন্যা ? সুকন্যা আদর্শ হিন্দু-বালা, পতি সেবাই তাঁহার লক্ষ্য,—

"ইচ্ছা নাহি ভোগে,
তুষ্ট-মনে সেবিব সে ইষ্ট-পদ-যুগে !"

স্ত্রীলোকের প্রকৃত ভূষণ কি, সুকন্যাই সত্য সত্য বুঝিয়াছিলেন :—

"বহু মূল্য পরিচ্ছদ রত্ন আভরণে
প্রয়োজন নাহি পিতঃ ! সুরম্য ভূষণে !"
"সীমন্তে সিন্দূর মম, 'লৌহ-শঙ্খ' করে,
তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-ভূষা সাজে কি নারীরে ?"

বিবাহের পর সুকন্যা—

"পতি-ধ্যানা, পতি-জ্ঞানা, পতি-গৌরবিণী
পতি-প্রিয়া, পতি-প্রাণা, পতি-সন্তোষিণী।"

সুকন্যার পরীক্ষার জন্যই রবিপুত্রদ্বয়ের প্রলোভন, কিন্তু প্রকৃত সতীত্বের নিকট আবার প্রলোভন কি? তত্রাচ রবিপুত্রদ্বয়ের ফুঁহকে পড়িয়া, যখন বৃদ্ধ চ্যবন, জরা ও ব্যাধি মুক্ত হইয়া তাঁহাদেব অলৌকিক আকৃতি প্রাপ্ত হইলেন, সত্য সত্যই পতিব্রতা সুকন্যা 'দিশাহারা' হইয়া, বিপদনাশিনী জগদম্বার আশ্রয় লইলেন। দেবানুগ্রহে ও দৈববাণীর সাহায্যে আপন স্বামীব ছাযাযুক্ত কায়া দেখিয়া, তাঁহাকে চিনিলেন, কারণ "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"।

এই জন্যই কবি মিল্টন্ বলিয়াছেন,—

"So dear to Heaven is saintly chastity
That when a soul is found sincerely so,
A thousand liveried angels lucky too,
Driving far off each thing of sin and guilt."

আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া নব-কলেবর-প্রাপ্ত চ্যবন ■ তাঁহাব সাধ্বী সহধর্ম্মিণী দেখিলেন, পর্ণকুটীরের পরিবর্ত্তে সুরম্য প্রাসাদ! সর্ব্বার্থ-সাধিকা, সুকন্যার উপর তুষ্টা হইয়াই, আজ তাঁহাকে সৌভাগ্যশালিনী করিয়াছেন। সুকন্যার পিতা ও মাতাগণ আশ্রমে আসিয়া এই সকল অভাবনীয পবিবর্ত্তন দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত ও পরে অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন।

বহুকাল পরে পিতা ও মাতাগণকে দেখিয়া সুকন্যারও আহ্লাদের সীমা রহিল না। অবশেষে সুকন্যার মাতাগণ 'পতি-পার্শ্বে সতীকে দাঁড় করাইয়া'—'শশাঙ্কশেখরের পার্শ্বে হৈমবতী'কে দেখিয়া জন্ম সফল করিলেন!

ধন্যা সুকন্যা! আত্মোৎসর্গই তোমার মূলমন্ত্র! সতীত্ব-ধর্ম্ম

ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন এবং তুমিই প্রকৃত সতী! আমরা অধঃপতিত, কিন্তু তোমার মত একটি রত্ন পাইলেও আ'জ আমাদের সমাজের পুনরুদ্ধার হয়! তুমি যে দেব-দুর্লভ!

এই পুস্তক প্রত্যেক হিন্দু-রমণীর পাঠ করা উচিত। সে জন্য ইহার ভাষা আর একটু সরল হইলে ভাল হইত। ইতি।

শ্রীগোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, এম্. এ.
(কটক কলেজের ইংরাজি-সাহিত্যের অধ্যাপক।)
৭ই জুলাই ১৯০৬।

The heroine of this versified narrative (সুকন্যা-চরিত) is the very *ideal* of feminine *virtue*. Like the Lady in Milton's 'Comus',—she unfolds the serious doctrine of *chastity*—but in a *loftier strain*. By accepting a decrepit husband she shows that the claims of *duty* are higher than those of personal happiness. A *Princess* as she is, born and bred amidst the luxuries and comforts of *royalty*, she cheerfully accepts a life of *asceticism*, which must be hard and unattractive to a maiden. For her, precious gems and gaudy apparels have no value! From this let our *Hindu wives* learn to despise articles of luxury and know the value of simplicity and self denial.

The moral is the same as that of Comus :—

"Love *virtue* : she alone is free ;
She can teach ye how to climb
Higher than the sphery clime ;
Or, if virtue feeble were,
Heaven itself would stoop to her !"

And Heaven does stoop to *Sukanya* and rewards her with a life-long *felicity* and *glory*.

A poem which is built upon such a *sublime* conception, cannot fail to be popular with every Hindu house hold, especially at the present day, when our Society is in a *critical* state of *transition*.

ĀMULYA-DHAN BANERJEE M. A.
(*Bengal Educational Service.*) 12-7-06.

সংশোধন-পত্র।

পৃষ্ঠা	চরণ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৬২	শেষ	দর্গতি	দুর্গতি।
৬৩	১১শ	মাঙ্গল্যে	মঙ্গল্যে।
৭০	১২শ	দু জেঁন	দু'জনে।
৮৮	৮ম	রূপিনী	রূপিণী।